ভোজী বলিয়া বোধ হয়।” আমরা তৃণ ভোজী, সুতরাং তৃণের দিকেই আমাদিগের লক্ষ্য রাখা উচিত। কিরূপ প্রণালীতে পাক করিলে খাদ্য দ্রব্যের রসাদি ও প্রকৃতি এবং গুণ আমাদের শরীর রক্ষার পক্ষে সহায়তা করে, আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের তাহা শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। কাহার দ্বারা পাক করান উচিত এবং কাহার হস্তের পাক খাওয়া বিহিত নহে, তাহাও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে জানিয়া রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ক্রমে ক্রমে আমরা এই গুরুতর ও উপাদেয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

———:*:———

ফুল বা ফুলজানী বেগম।*

“এত প্রেম ফুলে হায় আগে যদি জানিতাম,
তবে কিরে ছিঁড়ে তায় বৃন্ত হতে আনিতাম।”

কি করিলি নরাধম ?
স্বর্গের পবিত্র ধন—
পরশনে অপবিত্র করিলি তাহায় !
প্রকৃতির অনুকূল
ফুটেছিল প্রেমফুল,
ছিঁড়ে এনে দিলি তায় ইন্দ্রিয় সেবায় !
না রহিল জাতি কুল
আশা তরু ছিন্নমূল—
হইল, পামর তোর কলঙ্কিত করে ;
কত আশা-ভাল বাসা
ভরসা-সুখ-প্রত্যাশা—
নিরাশা-সাগরে মগ্ন জনমের তরে !
পবিত্র প্রণয় যার
তুই কি বুঝিবি তার—
অন্তরের ভাব, ওরে পাপিষ্ঠ ‘নবাব’ ?
দম্পতির পূত প্রেম
বহ্নি যোগে যথা হেম—
উজ্জ্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত—পবিত্র স্বভাব !
ওই দেখ ‘পুরন্দর’—
শোকে শীর্ণ কলেবর !
কেমনে হেরিবে তার হৃদয়ের ধনে ?
আকুল পরাণ অতি
চলে যায় দ্রুতগতি
ছন্ন মতি—চায় সেই পরশ-রতনে !
ম্লানমুখী দুখিনীর
নয়নে বহিছে নীর,
অধীর, ‘ধীবর’ লাগি শোকে নিমগন !
খুঁজিতেছে অবসর
এল কই প্রাণেশ্বর ?
বারেক সে মুখহেরি জুড়াই জীবন !
দুটী আত্মা পরস্পরে
চাহে যদি প্রেম ভরে—
মিলিবারে, সাধ্যকার রোধে সে মিলন ?
হৃদয়ের ভাব জানি,
আপনি সে অন্তর্যামী
দেখান সুযোগ, করি উপায় সৃজন।
দেখ্ দেখ্ দুরাচার
ভেবেছিলি আপনার—

* বা, বো, পত্রিকা ২৮২ সংখ্যা ৭০ পৃষ্ঠা দেখ।

যার জন্যে করেছিলি এত আয়োজন,
কত মত উপহারে
তুষিয়াছ বারে বারে
অতুল সম্পদে যারে করেছ বরণ;
ওই দেখ্ চোখ্ মেলি,
সে সম্পদ পায়ে ঠেলি,
যার ধন তার করে সঁপি দেহমন,
চলিগেল স্বর্গধাম,
জ্বলে মর অবিরাম
অনুতাপ তুষানলে পাপীষ্ঠ যবন!

———:———

সদুপদেশের ফল।

এদ্‌মিরেল ফারাগে আমেরিকার একজন প্রধান যোদ্ধা ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার কয়েকটী দোষ ছিল। তিনি সদুপদেশের বলে সে দোষগুলির হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইয়া একজন চরিত্রবান লোক হইলেন, তাহার বৃত্তান্ত তিনি নিজেই এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন;—যখন আমার দশ বৎসর বয়স, তখন আমি আমার পিতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করিতাম। তখন আমার কতকগুলি দোষ ছিল, কিন্তু সেই দোষগুলি মনুষ্যোচিত গুণ মনে করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। তখন আমি খুব মদ্যপান করিতাম, অত্যন্ত ধূম পান করিতাম, এবং সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম লইয়া শপথ করিতাম। আমার পিতা আমার এই তিনটী দোষে আমার প্রতি সর্ব্বদাই বিরক্ত হইতেন, এবং উহা পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন। আমি তাঁহার কথা শুনিয়াও শুনিতাম না। একদিন পিতা আমাকে জাহাজের একটী প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডেবিড্ তুমি কি কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছ?" আমি বলিলাম, "কেন, জলযুদ্ধের কাজই করিব।" পিতা বলিলেন "তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার যে তিনটী দোষ আছে তাহা ত্যাগ কর। না হইলে তোমার দুর্দ্দশার সীমা পরিসীমা থাকিবে না! তোমার যে সকল দোষ আছে সে সকল দোষ লইয়া কেহ কখন জলযুদ্ধে দক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই।" এই বলিয়া পিতা মহাশয় চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার এই গম্ভীর উপদেশ বাক্যে মুগ্ধ হইলাম, মনে কড়ই ক্লেশ পাইলাম— প্রতিজ্ঞা করিলাম, আর মদ্য পান করিব না, আর তামাক ব্যবহার করিব না, আর নীচ লোকের মত শপথ করিব না। দৃঢ় মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। সেই দিন হইতে আমার চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেই দিন হইতে আমি প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান হইলাম।

পিতা মাতার হৃদয় মুগ্ধকারী উপদেশ দ্বারা সন্তানের চরিত্র কত সহজে উন্নত হইতে পারে, উপরে বর্ণিত ঘটনা দ্বারা তাহা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে। পিতা অপেক্ষা মাতার উপদেশ দ্বারা সন্তানের চরিত্র যে গাঢ়তর রূপে ও অপেক্ষাকৃত সহজে সংশোধিত হইয়া থাকে, তাহা অনেকের জীবনে পরিলক্ষিত হইয়াছে। সুশিক্ষিতা বঙ্গরমণীগণ সদুপদেশ দ্বারা সন্তানগণের কুচরিত্র সংশোধন ও সাধুতা বর্দ্ধন করিতে যেন কখনই বিমুখ না হয়েন। সমাজের নৈতিক উন্নতির গুরুতর ভার তাঁহাদিগের হস্তে।

একটী বাঙ্গালী বালকের সাধুতা।

বিগত গ্রীষ্মকালে বসির মহম্মদ খাঁ নামক একজন কাবুলি বণিক বঙ্গদেশ হইতে আফগানিস্থানে প্রত্যাগমন কালে পঞ্জাবের বান্না নামক নগরে দুই চারি দিন অবস্থিতি করেন। ঐ নগরের প্রান্তভাগে একটী বিস্তীর্ণ উদ্যান আছে। মহম্মদ খাঁ সেই উদ্যানে জিনিশ পত্র লইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করেন। যাইবার সময় তাড়াতাড়ি তিনি একটী টাকার থলি ভুলিয়া যান। ঐ থলিতে ৫ হাজার টাকা ছিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া মুদ্রার থলি না দেখিতে পাইয়া মহম্মদ খাঁ পুনরায় ঐ উদ্যানের অভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। পথিমধ্যে তের বা চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক একটী বাঙ্গালী বালকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ঐ বালকটী তাঁহাকে ব্যস্ত সমস্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কিছু হারাইয়াছেন?" মহম্মদ খাঁ উত্তর করিলেন "আমার একটী টাকার থলি খোয়া গিয়াছে।" বালক তাঁহাকে থলি দেখাইয়া প্রত্যর্পণ করিল। কাবুলি থলি খুলিয়া বালককে উহার মধ্যস্থিত ৫ হাজার টাকা দেখাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি এ টাকার লোভ কি করিয়া দমন করিলে?" বাঙ্গালী বালক বলিল "আমি ছেলে বেলা হইতে এই শিক্ষা পাইয়াছি যে পরের দ্রব্য কাষ্ঠ বা প্রস্তরের ন্যায় জ্ঞান করা উচিত।" বালকের এই কথা শুনিয়া কাবুলির বড়ই আনন্দ হইল এবং তিনি ভাবিলেন যে যে জনক জননীর এরূপ পুত্ররত্ন, না জানি তাহারা কত সুখী। বণিক বালকটীকে তাহার সৎকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে ৫টী টাকা দিতে চাহিলেন, কিন্তু বালক বলিল,—"আমি ত আপনার কোন বিশেষ উপকার করি নাই, যে তজ্জন্য টাকা লইতে পারি। আপনারই টাকা আপনাকে দিয়াছি, ইহা ত আমার কর্ত্তব্য

কার্য্য।" উক্ত কাবুলি একটী ইংরাজী সংবাদপত্রে উপরোক্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন, "টাকাগুলি আমার নহে। আমি যাঁহার চাকুরি করি তাঁহারই। যদি বালক টাকার থলিটী আত্মসাৎ করিত, তাহাহইলে আমাকে কারারুদ্ধ হইতে হইত। বালকটী যে আমার কি উপকার করিয়াছে তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। উহার প্রতি আমি যে কিরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিরূপে উহার সাধুতার প্রশংসা করিব তাহা জানি না। আমি ঐ বাঙ্গালী বালকটীকে ইহজীবনে ভুলিব না। তাহার দীর্ঘ জীবন ও সুখ সম্পদের জন্য আমি চিরকাল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব। আমার একান্ত বাসনা এই যে যেন সে জীবনে কখন কোন দুঃখ না পায় এবং সফলতা লাভ করে।" বালকটীর নাম বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, বান্দা জিলা স্কুলের এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র। বীরেশ্বরের এই সৎকার্য্যের বৃত্তান্ত জগতে প্রচারিত হউক, তাহাহইলে অন্যান্য বালকেরা তাহার সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে।

বীরভূমি।

রাঢ় অঞ্চল মধ্যে বীরভূমি অতি প্রসিদ্ধ ও পবিত্র স্থান। মুসলমান শাসন সময়ের অন্তিমদশায় বীরভূমি হিন্দু-প্রতাপে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। রাজনগর, ছুব্‌রাজপুর, তান্তিনল, দুর্লভপুর, রাণী-বাগাল প্রভৃতি স্থানে হিন্দুর গৌরবের অনেক জিনিষ ছিল। বীররাজা এবং আলিনখির প্রভুত্বের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বীরভূমির গৌরব একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। খাটছল ভপুরে বীররাজার মৃণ্ময় প্রকাণ্ড দুর্গ এখনও অভ্রভেদ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; রাজনগরের রাজাদিগের প্রাসাদের শেষ চিহ্ন এখনও লুপ্ত হয় নাই। বীরভূমির অধিকাংশ এখন সাঁওতাল, বাউরী ক্যাওড়া ও ধাঙ্গড়দিগের দ্বারা অধিবাসিত হইয়াছে, ইহার প্রায় চারি দিকে পর্ব্বত এবং অধিকাংশই নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে রমণীয় অরণ্যসমূহ বীরভূমি অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে অধিকতর মনোমোহন করিয়া তুলিয়াছে; বনময় স্থানসমূহে ব্যাঘ্রাদি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, কিন্তু অসংখ্য উদ্বিড়াল, বিষদন্তী মার্জ্জার, ভয়ানক বিষধর অহিকুল এবং বৃহদাকার শিবা সমূহ সর্ব্বত্র বিচরণ করে। অরণ্যের ভিতর প্রবেশ করিলে নানা জাতীয় বৃক্ষ লতা ও কুসুম দেখিতে পাওয়া যায়। অজয়, ময়ুরাক্ষী, ময়ুরেশ্বরী, ব্রাহ্মণী, দ্বারকা এবং কপোতাক্ষী এতদঞ্চলের প্রধান নদী। রামপুরহাট

একমাত্র মহকুমা এবং জেলার লোক-সংখ্যা ন্যূনাধিক ৮০ লক্ষ। অধিকাংশই হিন্দু এবং অনার্য্য; মুসলমানের সংখ্যা খুব কম; সুপ্রসিদ্ধ জয়দেব গোস্বামী এখানকার প্রধান কবি এবং বোলপুর ষ্টেশনের নিকট কঙ্কালী দেবী, নল-হাটীর নিকট লল্লাটেশ্বরী দেবী, রাম-পুরহাটের নিকট তারা পীঠ, উদয়-পুরের নিকট গাজনী কালী এবং সাঁইতা রেল ষ্টেশনের নিকট নন্দেশ্বরী দেবী এখানকার প্রধান তীর্থ স্থান। তারাপীঠ নামক স্থানে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। তারাপীঠ অতি পবিত্র স্থান, ইহা বাস্তবিক ভক্তের আশ্রম। এক্ষণে একটী বাঙ্গালী সাধু এই স্থানে অবস্থান করেন, ইনি জীবন্মুক্ত বলিয়া খ্যাত। তারাপীঠের মন্দির অতীব উচ্চ এবং সুদর্শন; মল্লার পুরের রায় বাবুরা ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহার অতি অল্পদূরস্থিত সিমুলতলা নামক মহাবনে অনেক সাধুর সমাধি হয়; অনেক ভক্ত এখানে এখনও বাস করিয়া আছেন। ইহা স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়াও গণ্য। সিউড়ী হইতে এক ক্রোশ অন্তরস্থিত কোড্ডে নামক গ্রামে লেংটা গোঁসাই অনেক দিন হইতে বাস করিয়া আছেন, ইনি দেবতার ন্যায় সহস্র সহস্র লোকের নিকট হইতে পূজা প্রাপ্ত হয়েন। শুনা যায় ইহাঁর অসাধারণ ক্ষমতা আছে এবং ইনি একজন মহাযোগী। ইহাঁর সহযোগী শ্রীমৎঝলকসাঁই বাবা এক্ষণে বালুচরে গঙ্গাতটে অবস্থান করেন, তিনিও একজন প্রকৃত সাধক এবং পরমভক্ত সন্ন্যাসী। লেংটা গোঁসাই 'খাকী বাবা' নামে খ্যাত, ইহাঁর নিবাস রাজপুতানার অন্তর্গত যোধপুর। ঝলকসাঁই পঞ্জাব প্রদেশের লোক এবং রাজা রণজিতের আত্মীয় বলিয়া খ্যাত। সিউড়ী হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে পাথরচাপুড়ী গ্রামে দাতা মহাবুব সাহা নামে এক অতি প্রসিদ্ধ ফকির বাস করেন, এই পল্লী মুসলমান দিগের অন্যতম তীর্থ বলিয়া সম্মানিত হইয়া উঠিয়াছে। পাথর চাপুড়ী হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে সুবিখ্যাত বক্রেশ্বর স্থান; বঙ্গের ইতি-হাস ও ভূগোলে নানা কারণে ইহা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এই অপূর্ব্ব স্থানের সকল কাণ্ডই অপূর্ব্ব; কবি, ভাবুক, বৈজ্ঞানিক এবং ভক্তের ইহা দেখিবার জিনিষ। এই স্থানের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে। এই প্রস্তাব লিখিবার প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্ব্বে লেখক স্বয়ং ঐ স্থান দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। পাঠক ও পাঠিকা দিগের পক্ষে এই কৌতুককর স্থানের কিঞ্চিৎ বিবরণ জানিয়া রাখা অথবা এই স্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নয়নযুগল চরিতার্থ করা নিতান্ত আব-শ্যক। প্রায় সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বে বাবু ভোলানাথ চন্দ্র নামে জনৈক সুযোগ্য

লেখক ও ভ্রমণকারী একবার এই স্থান দর্শন করিয়া স্বপ্রণীত "হিন্দুর ভ্রমণ বৃত্তান্ত" নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী গ্রন্থে ইহার কথঞ্চিৎ বিবরণ সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে আর কাহাকেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় নাই।

আমরা সিউড়ীর নিকট কোড়্ডে গ্রাম হইতে প্রভাতে রওনা হইয়া প্রায় তিন পোয়া পথ অন্তরে এক জঙ্গল দেখিতে পাইলাম। ঐ জঙ্গল ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বক্রেশ্বর পর্য্যন্ত গিয়াছে। জঙ্গলের কোনও অংশ নিবিড়, কোনও অংশ বা সামান্য সংখ্যক বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে অরণ্যে ব্যাঘ্রাদি বাস করিত, এখন আর সে ভয় নাই। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ জঙ্গলের মধ্যদিয়া অতি সুন্দর এবং প্রশস্ত এক রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, আমরা মনের সুখে বিবিধ চিত্রিত বর্ণের বিমান-বিহারী বিহঙ্গমবর্গের কাকলী লহরী শুনিতে শুনিতে প্রায় সার্দ্ধ চারি ঘণ্টা পরে বক্রেশ্বরে পৌঁছিলাম। বক্রেশ্বর "বক্রেশ্বর" নামক নদীতটে এবং এক অতীব প্রশস্ত মাঠের মধ্যদেশে অবস্থিত। কথিত আছে, অষ্টাবক্র মুনি এই স্থানে তপস্যা বলে শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্য এস্থানের মহাদেব বক্রেশ্বর নামে খ্যাত। শতাধিক শ্বেত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় এবং সম্মুখে কয়েকটি মনোরম দীর্ঘিকাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাদেবের মন্দিরে প্রতিদিন শত শত লোক উপস্থিত হয় এবং পূজা দিয়া থাকে। মূর্ত্তির পূজা এবং সম্পত্তির অবস্থা অতীব উত্তম। অন্যান্য বিষয়ের কথা উল্লেখ না করিয়া আমরা আপাততঃ বক্রেশ্বরের জলকৌতুকের কথা উল্লেখ করিব। বক্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের সম্মুখে ও পশ্চাতে কয়েকটি বড় বড় কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, এই সমুদয় কুণ্ডের জল সকল ঋতুর সকল সময়েই ভয়ানক উষ্ণ থাকে। এক একটা কুণ্ডের জল এত উষ্ণ যে হাত দিলে মানুষ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। বার মাস এবং চব্বিশ ঘণ্টা এইরূপ থাকে। কোনও কোনও কুণ্ডের কিয়দংশ অতীব উষ্ণ এবং কিয়দংশ অতীব শীতল। একটা কুণ্ড হইতে অবিশ্রান্ত ভাবে প্রচুর পরিমাণে ধূম নির্গত হইতেছে; ঐ ধূমে গন্ধকের গন্ধ পাওয়া যায়। এই কুণ্ডের প্রায় ১২ হাত দূরে ২০ হস্ত প্রশস্ত এবং ১৫০ হস্ত দীর্ঘ এক খাল আছে, এই খালের সমগ্র অংশই ভয়ঙ্কর গরম জলে পরিপূর্ণ। এই জলে হস্তক্ষেপ করা সাধারণ মানবের সাধ্য নহে। তিনমাস ধরিয়া বর্ষার জল পতিত হইল, তবুও ইহার উষ্ণতা কমিল না। আর একটা ছোট কুণ্ড দিবসে প্রায় ১০ বার শুষ্ক হয়, ১০ বার জলে পূর্ণ হয়, ইহার জল সর্ব্বাপেক্ষা গরম। কোনও জীব ইহাতে পতিত হইলে প্রাণে রক্ষা পায় না, ইহার গভীরতা ১৬ হাতের অধিক নহে।

বালকের ধনী হইবার বাসনা এবং বুদ্ধিমতী মাতার উপদেশ।

একটী দশ বৎসরের বালক একদিন তাহার মাতার পার্শ্বে চিন্তান্বিত বদনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। মাতা তাহার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ভাবিতেছ?" বালক উত্তর করিল, "আমি কিসে ধনী হইব, তাহাই ভাবিতেছি।" "ধনী হইবার তোমার এত ইচ্ছা হইল কেন?" বালক উত্তর করিল, "সকলের মুখেই ধনীর কথা, ধনীর প্রশংসা শুনিতে পাই। সকলেই ধনীর কথা আগে জিজ্ঞাসা করে। সে দিন আমাদিগের বাটীতে দূর দেশ হইতে যে ভদ্র লোকটী আসিয়াছিলেন তিনি বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ দেশে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী কে? আমাদের স্কুলে একটী বালক আছে, সে পাঠ অভ্যাস করে না, কেবল বেড়িয়া বেড়ায় বা বসিয়া থাকে। কখন কখন সে সহপাঠীদিগকে মন্দ কথা বলে। কিন্তু তাহাকে কেহই ভৎর্সনা করেন না, শিক্ষক প্রহার করেন না, কারণ সে একজন ধনীর ছেলে।"

বালকটীর মাতা দেখিলেন যে তাঁহার সন্তানের মনে ধনের প্রতি এরূপ ঝোঁক হইয়াছে যে সে যেন ধনের জন্য সকলই করিতে পারে। মাতা সুশিক্ষিতা, তিনি বুঝিলেন যে যদি তাঁহার সন্তান ধনের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝে, তাহাহইলে সে কালে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ধনের সেবক হইয়া উঠিবে। ইহা ভাবিয়া তিনি তাহার ভ্রম অপনোদনে প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি ধনী হওয়া মানে কি?" বালক "তাহা ত আমি জানি না। কিসে আমি ধনী হইব, মা তুমি আমাকে তাহা বলিয়া দেও। ধনী হইলে সকলে আমাকে সম্মান করিবে। সকলে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে।" মাতা "ধনী হওয়ার অর্থ অনেক টাকা উপার্জ্জন করা। বেশী বয়স না হইলে টাকা উপার্জ্জন করা সম্ভব নহে।" বালক "ধনী হইবার কি এমন কোন উপায় নাই। যাহা আমি এখন হইতে অবলম্বন করিতে পারি?"

মাতা উত্তর করিলেন;—"টাকা উপার্জ্জন করা একমাত্র ধন নহে, আর উহা প্রকৃত ধন নহে। টাকা আগুণে পুড়িয়া যাইতে পারে, জলে ভাসিয়া যাইতে পারে, চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইতে পারে, মানুষ ধন উপার্জ্জনে জীবন ক্ষয় করে, কিন্তু উহা মৃত্যুর সময় সঙ্গে যায় না। মহা ধনী যে রাজা, মৃত্যুর পর তাহারও আত্মা অতি দরিদ্র যে পথ-ভিখারী তাহার আত্মার ন্যায় একই পথে যায়। আর

এক প্রকার ধন আছে, তাহা বাক্সের মধ্যে থাকে না, তাহা হৃদয়ে অবস্থিতি করে। যাহারা সে ধনে ধনী, সকল মানুষ তাহাদিগকে প্রশংসা করে না বটে, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা জগৎপাতা ঈশ্বরের প্রশংসা প্রাপ্ত হয়।”

বালক—“এই যে ধনের কথা বলিলে তাহা কি মা আমি এখন হইতে উপার্জ্জন করিতে পারি, না তাহার জন্যও অপেক্ষা করিতে হইবে?”

মাতা পুলকিত হইয়া সস্নেহে তাঁহার প্রিয় সন্তানের মস্তকের উপর হাত দিয়া বলিলেন “বাবা, এ ধন উপার্জ্জনের জন্য বিলম্ব করিতে হয় না। আজই এই ধনলাভে প্রবৃত্ত হও। ঈশ্বর বলিয়া দিতেছেন যে যাহারা তাঁহাকে বাল্যকাল হইতে অন্বেষণ করিবে, তাহারা তাঁহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে।”

বালক—তবে মা ঈশ্বরের চক্ষে কি প্রকারে ধনী হইতে হয়, তাহা আমাকে শিক্ষা দেও।

মাতা সস্নেহে সন্তানের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“প্রতি দিন সকালে ও রাত্রে অবনত-জানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট সরলহৃদয়ে কাতরভাবে এই প্রার্থনা করিবে যে তিনি যেন তোমার প্রতি দয়া করেন, যেন তুমি ভাল হইতে পার এবং চিরজীবন সকলের ভাল করিতে পার। প্রত্যহ এই প্রার্থনা করিবে, এবং সর্ব্বদাই মনে রাখিবে যে তোমাকে ভাল হইতেই হইবে এবং সকলের ভাল করিতেই হইবে। ইহা স্মরণ রাখিয়া পবিত্র মনে সর্ব্বদা সৎচিন্তা, সদালাপ ও সৎকার্য্য করিবে, তাহা হইলেই তুমি প্রকৃতরূপে ধনী হইতে পারিবে—সেই জগৎ পালকের চক্ষে তুমি ধনবান বলিয়া বিবেচিত এবং পুরস্কৃত হইবে।”

এই উপদেশ বালকের মনে গ্রথিত হইয়া গেল এবং সে মাতার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

—:—

ভক্তি কথা।

১। প্রাণের সামগ্রী ঈশ্বর, সংসার নহে।

২। ঈশ্বরের প্রিয়তম আসন ভক্তের ক্ষুদ্র প্রাণ—অনন্ত আকাশ নহে।

৩। ঈশ্বর আমাদিগকে যোগ্যতানুসারে দর্শন দেন। আমাদিগের দর্শন দিবার জন্য তিনি বড় হইয়াও ছোট হন।

৪। পাপই আত্মার মৃত্যু, পুণ্যই আত্মার জীবন।

৫। বিনয়ই ধর্ম্মের আরম্ভ।

৬। যাহার আমিত্ব নাই, সেই বিনয়ী

৭। কি ভাল কার্য্য করিয়াছ, তাহা তত না ভাবিয়া কি মন্দ কার্য্য করিয়াছ ও করিতেছ তাহাই ভাবিবে।

৮। আরাধনা আত্মার স্নান, ধ্যান আত্মার ভোগ।

৯। চক্ষুর জলই আত্মার স্নানের জল।

১০। বাহিরের মলা জল দ্বারা পরিষ্কৃত হয়, অন্তরের মলা ভক্তি জলে পরিষ্কৃত হয়।

১১। যাহা বিনাশ পাইবে, তাহারই আশু বড় বৃদ্ধি। যাহা নিত্য, তাহা ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকে।

১২। যে পুণ্যের ফল চায়, সে পুণ্যময়কে পায় না।

১৩। যে আপনার সৎক্রিয়ার প্রশংসা প্রিয় হয়, সে নিজেরই শ্রী হরণ করে; সুতরাং সে ব্যক্তি সে কার্য্যের ফলভোগী হইতে পারে না।

১৪। ভোগ বাসনা যত যায়, প্রাণ তাঁরে তত চায়।

১৫। আপনার অহঙ্কার যত যায়, আত্মাতে ঈশ্বরের প্রভুত্ব তত স্থাপিত হয় এবং আত্মা তাঁহার বলে বলীয়ান হইতে থাকে।

১৬। কে বলে মনুষ্য অসহায়? প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার সহায়তা পাইতেছি, তবু বলিব আমি অসহায়?

১৭। সংসার নির্ধনকে বলে দীন। স্বর্গ নিরহঙ্কারী ও নিষ্কাম ব্যক্তিকে বলে দীন।

১৮। আত্মা যখন অনন্তকাল জীবিত থাকিবে ও অসীম রাজ্য ভ্রমণ করিবে, তখন এ পৃথিবী ও পার্থিব জীবন কি? এখানকার লীলা আত্মার বাল্যখেলা মাত্র।

বামাবোধিনী জুবিলী।

প্রচারিত বিজ্ঞাপনানুসারে গত ২৭এ ভাদ্র মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সিটী কলেজের তৃতীয় তলস্থ সুপ্রশস্ত হলে বামাবোধিনীর ২৫ বার্ষিক জন্মোৎসবের অধিবেশন হয়। ৪ টা হইতে লোকের সমাগম আরম্ভ হইয়া ৪॥ র মধ্যে গৃহটী প্রায় পূর্ণ হইয়া যায়। পরে ঠেলাঠেলি করিয়া স্থান সমাবেশ করিতে হইল এবং দুঃখের বিষয় অবশেষে স্থানাভাবে বহুসংখ্যক লোককে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইল। বর্ষাকালের দিনে এত লোকের ভিড় হইবে আমরা মনে করি নাই, তাহা হইলে টিকিটের বন্দোবস্ত করা যাইত। যাহা হউক স্থানাভাবে যে সকল মহিলা ও মহোদয় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, আমরা বিনীতভাবে তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা নিজগুণে আমাদিগের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

উপস্থিত সহস্রাধিক লোকের মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ ছিলেনঃ—

রেবরেণ্ড জনসন, রেবরেণ্ড টাউনসেণ্ড, বিবী গ্রাণ্ট, বিবী মরে, কুমারী মরে; বাবু আনন্দ মোহন বসু, ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, ডাক্তার মোহিনীমোহন বসু, বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত সকলেই সস্ত্রীক; বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এম এ, রাধারাণী লাহিড়ী, কামিনী সেন বি এ, পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, তারাকুমার কবিরত্ন, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

সর্ব্বসম্মতিতে রেবরেণ্ড জনসন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে "জয় বিশ্বপতি ভয় বিঘ্নহারী" এই সঙ্গীত হারমোনিয়ম সহকারে গীত হইয়া কার্য্যারম্ভ হইল। তৎপরে সম্পাদক স্থানাভাব প্রযুক্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্ত্রীজাতির কল্যাণকর কার্য্যে উৎসাহ প্রদানের জন্য যাঁহারা কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল হইয়া উদ্দেশ্য কার্য্যের সহায়তা করিবেন এই আশা প্রকাশ করত বামাবোধিনী পত্রিকার গত ২৫ বৎসরের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে বক্তা বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ মহাশয় "২৫ বৎসর পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গরমণীর অবস্থা" বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা করিলেন। যেরূপ অসম্ভব জনতা ও কোলাহল হইয়াছিল, তাহাতে বক্তৃতা করা অপরের পক্ষে অসাধ্য বোধ হইয়াছিল। কিন্তু কালীচরণ বাবু এরূপ সুউচ্চ পরিষ্কার স্বরে ও মধুর কণ্ঠে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন যে সকলে স্তব্ধ ও পুলকিত হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বক্তৃতা প্রায় এক ঘণ্টাকাল হইয়াছিল। ইহা যেরূপ বাগ্মিতাপূর্ণ, সেইরূপ সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা পশ্চাৎ ইহার সারভাগ প্রকাশ করিব।

বক্তৃতান্তে বক্তা মহাশয় সকলকে জানাইলেন যে আগামী বড়দিনের সময় জাতীয় ভারত সভার সম্পাদক কুমারী ম্যানিঙ বিলাত হইতে এদেশে আসিবেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বক্তাকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলে চতুর্দ্দিক হইতে আনন্দসূচক করতালিধ্বনিতে গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। বামাবোধিনী পত্রিকার বয়োবৃদ্ধির জন্যও আনন্দধ্বনি হইল। পরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

সভারম্ভের পূর্ব্বেই সভাস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে রঙ্গিল কাগজে মুদ্রিত 'জয় বিশ্বপতি' সঙ্গীত এবং বামাহিতার্থীর আশা, নারীর আভরণ, ষট সহোদরা এবং ধ্যানমগ্না গৃহস্থ রমণী এই চারিটী পদ্যোপহার বিতরিত হয়। সভা ভঙ্গ হইলে জুবিলী উপহার 'বনবাসিনী'

পুস্তক এবং গোলাপ পুষ্পস্তবক অনেকগুলি মহিলা ও মহোদয়কে প্রদান করা হয়।

জুবিলী উপলক্ষে যে রচনা পারিতোষিক বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, নিম্নলিখিত লেখক লেখিকাগণ তাহা পাইবার উপযুক্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছেন;

১। আদর্শ বঙ্গরমণী ৪০৲—বাবু সুরেশচন্দ্র সরকার।

২। ভারতের দুঃখিনী বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জীবিকালাভের কত প্রকার উপায় হইতে পারে ৪০৲—বাবু জয়কৃষ্ণ মিত্র।

৩। বিশ্বসেবা ব্রতে স্ত্রীলোকের সহকারিতা অর্দ্ধ ২০৲—বাবু রামকেশব মুখোপাধ্যায়

৪। স্ত্রী ও পুরুষদিগের মধ্যে সামাজিক শিষ্টাচার ২০৲—শ্রীমতী মানকুমারী বসু।

৫। প্রাচীন ও আধুনিক গৃহকার্য্য প্রণালী ২০৲—শ্রীমতী কুমুদিনী রায়।

৬। নব্যা গৃহিণীদিগের নূতন অভাব। অর্দ্ধ ১০৲—শ্রীমতী মানকুমারী বসু।*

পারিতোষিক রচনাগুলি বামাবোধিনীর সম্পত্তি হইবে এবং আমরা তাহা পুস্তকাকারে বা পত্রিকাতে প্রকাশ করিব। এতদ্ভিন্ন অপর রচনা সকলের মধ্যেও অনেকগুলি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে, আমরা সেগুলিও ক্রমে ক্রমে বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি, আশা করি, তাহাতে লেখক লেখিকাদিগের আপত্তি হইবে না।

ত্রুটি সংশোধন।

বামাবোধিনীর পঞ্চবিংশ শুভ জন্মোৎসবের বিবরণে বামাবোধিনীর প্রধান লেখকদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী নাম বিস্মৃতিক্রমে উল্লেখ করা হয় নাই:—

বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় বি এ, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি, বাবু প্রসন্ন কুমার ঘোষ (বসুর পরিবর্ত্তে), শ্যামল ধন মিত্র বি এ, বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত অন্নদা প্রসাদ সরস্বতী, চণ্ডিচরণ কুশারী।

বামাবোধিনী আরও দুইটী যন্ত্রালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রথমটী বসুপ্রেস, এখান হইতে বামাবোধিনীর পুনরভ্যুদয় হয় এবং এই প্রেসের অধ্যক্ষ বামাবোধিনীর হিত সাধনার্থ যথেষ্ট সহানুভূতি, অনুরাগ ও ত্যাগশীলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয়টী, ব্রাহ্মমিসন প্রেস, এখান হইতে বামাবোধিনী এখনও মুদ্রিত হইতেছে। বামাবোধিনী বর্ত্তমান কার্য্যাধ্যক্ষদ্বয়ও বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমের গুণেই বামাবোধিনীর পুনরুন্নতি হইয়াছে এবং ইহার অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইবে, সম্পূর্ণ আশা করা যায়।

* মুষ্টিযোগের রচনা পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড ডফ্‌রীণ বৈদ্যনাথের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ ওঝা মহাশয়কে লেডী ডফরীণের এক খানি ছবি উপহার দিয়াছেন।

২। বলরামপুরের দানশীলা মহারাণী লক্ষ্ণৌ নগরের স্ত্রীহাঁসপাতালে ২৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। মহারাণী স্বর্ণময়ী বহুবাজার বঙ্গবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে ১৫০ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে এলিজাবেথ মালট নাম্নী একটী মহিলা লণ্ডন নগরে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন।

৫। পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের লালা বেণীপ্রসাদের কন্যা শ্রীমতী প্রেমদেবী ডাক্তারী শিখিয়া তাঁহার লাহোরস্থ বাটীতে দাতব্য ঔষধালয় স্থাপনপূর্ব্বক স্ত্রীরোগিণীদিগকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা করিতেছেন।

৬। কাউণ্টেস্ অব ডফরীণ নাগপুরের ডফরীণ হাঁসপাতালে তাঁহার এক খানি বৃহদাকার ফটোগ্রাফ ছবি স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ পাঠাইয়াছেন; ছবিখানি হাঁসপাতালের স্ত্রীলোকদিগের ওয়ার্ডে রক্ষিত হইবে।

৭। সম্প্রতি কানপুরে এক সতীদাহ হইয়াছে। এক ব্রাহ্মণের শবদাহান্তে চিতানল জ্বলিতেছিল, তাহার স্ত্রী তাহাতে আপনাকে দগ্ধ করেন।

৮। পটলডাঙ্গার পণ্ডিত জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের ১১ বৎসর বয়স্কা মধ্যমা পুত্রবধূ তাহার স্বামিকর্ত্তৃক হত বলিয়া করণারের জুরিরা রায় দিয়াছেন, এবং স্বামীকে হাজত দেওয়া হইয়াছে। শেষ বিচার কি হয়!

৯। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় এ বৎসর ১৮০ জনের অধিক রমণী উপস্থিত হইয়াছেন। প্রতি বর্ষেই পরীক্ষার্থিনীর সংখ্যা বাড়িতেছে।

বামা রচনা।

সময়।

অনন্ত সময়! চলেছ কোথায়
বলনা বলনা বলনা আমায়,
জীবনের কোন মন্ত্র সাধনায়
অবিরাম গতি চাহনা ফিরে?
অতীতকে ঠেলে পশ্চাতে রাখিয়া
চির কাল তরে চাহনা ফিরিয়া
বর্ত্তমানে রাখ বুকেতে ধরিয়া
সেও কি অতীত হবেনা ফিরে?
বাহু পসারিয়া আলিঙ্গন আশে
চলিয়াছ বুঝি ভবিষ্যৎ পাশে
সময় আবার সময়ে বিনাশে,
এই কি নিয়ম তোমাতে রয়?

অনন্তের অণু তুমি ত সময়,
তব দোষ গান মম যোগ্য নয়,
জানিনাত আমি কিসেতে কি হয়,
তাহাতেই "দোষ" বলিতে ভয়।
নতুবা সময় মুক্তকণ্ঠে আজ
বলিতাম আমি জগতের মাঝ
"তুমিরে যেমন, তোমার যে কাজ
জানি জানি আর বলিব কত ?
সুখের শৈশব তুমিই হরেছ,
সুখের সঙ্গীতে নীরব করেছ,
শান্তি মূল কাটি দফাটী সেরেছ
তুমিত ঘটালে অনর্থ যত।
তুমিই হরেছ সরলতা রাশি
পরায়ে দিয়াছ গরলের ফাঁসী
তুমিই করেছ এমন উদাসী
তুমি চিনায়েছ আপন পর।
তুমিই সে দিন এই বসুধারে
সাজাইয়াছিলে নানা অলঙ্কারে,
তুমিই আবার আরেক আকারে
আঁকিয়া ধরেছ আঁখির পর।
তুমিই সুখের সেদিন হরেছ,
বাল্য সখী সনে বিচ্ছেদ করেছ,
প্রত্যেক সখীকে চাকায় বেঁধেছ,
সে চক্রঘূর্ণনে কে কোথা এবে ?
ছিঁড়িয়া বাল্যের প্রণয় বন্ধন
তব স্রোতে সঁপে দিয়াছে জীবন
সংসারে পশিয়া সকলে এখন
মাথাটী নোয়ায়ে অদৃষ্টে সেবে!

(ক্রমশঃ)

শ্রীকুমুদিনী রায়—যশোহর।

সাধের কুঞ্জটি আমার।

সাধের কুঞ্জটি মোর আহা কি সুন্দর,
আছে কি জগতে কিছু ইহার সোসর ?
ফুল ফুলে যত শোভা
কি সৌরভ কিবা বিভা,
আমার কুঞ্জেতে তাহা আছে সমুদয়,
যত দেখি তোষে মন প্রাণ হরি লয়। ১
বসন্তের মৃদু বায়ু অঙ্গেতে লাগিয়া,
আদরেতে খেলে কুঞ্জে হেলিয়া দুলিয়া,
সরলা বালিকা বেশ
মনে নাহি চিন্তা লেশ,
দুঃখ বলি আছে কিছু জানে না কখন,
সদা যেন ভাসে সুখে হইয়া মগন। ২
আছে কাছে জলাশয় মৃণাল তাহাতে,
কুঞ্জের হৃদয় ছবি পতিত উহাতে।
কুঞ্জ দেখে মৃণালেরে
মৃণালও কুঞ্জেরে হেরে,
অনিমিষ মেলি আঁখি থাকে তাকাইয়ে,
বাঁধা আছে যেন দোঁহে হৃদয়ে হৃদয়ে।৩
হেন কালে কাল মেঘ গগন ছাইল,
আন্ধারিয়া চারিদিক বাতাস ছুটিল।
তখন বিজলী বালা
আলো দিয়ে গাঁথি মালা,
কুঞ্জপানে তাকাইয়া হাঁসিতে লাগিল,
তাহাতে কুঞ্জের হৃদি কাঁপিয়া উঠিল। ৪
লইয়া আলোক মালা বিজলী সুন্দরী,
রাখিয়া দিলেক যেন জলের উপরি।
আলোর মালার ছায়া
জলেতে পড়িল গিয়া
বোধ হ'ল ঠিক যেন মৃণালের গলে,
বিজলী বালার মালা থরে থরে দোলে।৫
তরাসে কাঁপিয়া কুঞ্জ অস্থির হইল,
সরল হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল।
মৃণালের গল দেশে
বিজলীর ছটা ভাসে
এই ভাবি জলে পড়ি হারায় চেতন,
মৃণালে ধরিল তারে হৃদয়ে আপন। ৬

শ্রীমতী সন্তোষ কুমারী দেবী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৩ সংখ্যা | কার্ত্তিক ১২৯৫—নবেম্বর ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

যুদ্ধ—তিব্বতীয় যুদ্ধে বৃটিষ সিংহ জয় লাভ করিয়াছেন, সিকিমরাজ সপুত্র দার্জিলিংএ লেপ্টনণ্ট গবর্ণরের সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন, সন্ধিপত্র স্থির হইবে। বিজয়ী জেনারেল গ্রেহাম ও অন্যান্য সেনাধ্যক্ষ বিশেষ পুরস্কার পাইবেন।

কৃষ্ণপর্ব্বতে যুদ্ধ চলিতেছে, পার্ব্বত্যগণ কয়েকটী ইংরাজ সেনাপতিকে মারিয়াছে। তাহাদের পক্ষেও অনেক হতাহত হইয়াছে, তথাপি তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

জর্ম্মণ যুবতীগণের কৌশল—আমরা সে দিন একখানি কাগজে পড়িতেছিলাম, জাহাজে জাহাজে নিঃশব্দে কথা হয় এবং ১২টী নিশান দ্বারা প্রায় ৫০ হাজার কথা প্রকাশ করা যায়। জর্ম্মণ যুবতীরা খামের টিকিট দ্বারা অনেক প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করেন। টিকিট বামদিকের উর্দ্ধে দিলে "আমি তোমায় ভাল বাসি" ডাইনদিকে উল্‌টাইয়া বসাইলে, "তোমার বন্ধুত্বের প্রার্থী" এইরূপ বুঝায়। টিকিটে সব কথা প্রকাশ হইলে আর বড় কালী কলম খরচের প্রয়োজন থাকিবে না।

জাতীয় মহাসমিতি—আগামী ডিসেম্বরে প্রয়াগতীর্থে ইহার যে অধিবেশন হইবে, তাহার জন্য বেশ উদ্যোগ হইতেছে, এদেশ ছাড়াইয়া বিলাত পর্য্যন্ত ইহার আন্দোলন চলিতেছে।

জেলায় জেলায় সভা হইয়া প্রতিনিধি সকল মনোনীত হইতেছে। বিপক্ষগণ ইহার উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্য কতকগুলি মুসলমান ও ভীরু রাজাদিগকে লইয়া "দেশহিতৈষিণী" নামে এক সভা করিয়া গোলযোগ করিতেছেন।

হীরক বিবাহ—ইউরোপে ২৫ বৎসরে দম্পতিদিগের রজত ও ৫০ বৎসরে সুবর্ণ বিবাহ হইয়া থাকে পাঠিকাগণ জানেন। আবার শুনুন ৬০ বৎসরে হীরক বিবাহ হইয়া থাকে। সম্প্রতি ব্যাভেরিয়ার বৃদ্ধ ডিউকের এই হীরক বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

করিন্থ যোজক ছেদন—এক ফরাসী কোম্পানি এই যোজক ছেদনার্থ ৩০ হাজার লোক নিযুক্ত করিয়াছেন, ১৮৯২ সালের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। তাহাদের মূলধন এক কোটী টাকার অধিক।

মুষ্টিযোগ—মেডিকাল ও সার্জিকাল রিপোর্টার নামক সংবাদ পত্র প্রচার করিয়াছেন প্রতি ঘণ্টায় এক চাম্‌চা করিয়া চূণের জল খাওয়াইলে ডিপথিরিয়া নামক উৎকট রোগ যাহা কণ্ঠনালীতে হইয়া থাকে, তাহা শীঘ্র আরোগ্য হয়, ঔষধ গিলিতেও কষ্ট নাই।

লেডী ডফারিণ হাঁসপাতাল—ইহা কলিকাতা মেডিকাল কলেজের নিকট হইবার কথা হইতেছে। নির্ম্মাণে লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, ইতিমধ্যে ৪২ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

জৈন সম্প্রদায়।

ভারতের হিন্দুধর্ম্ম রূপ প্রকাণ্ড কল্পদ্রুম হইতে যে সকল প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা নিঃসৃত হইয়াছে, জৈনধর্ম্ম তাহাদের অন্যতম। যেরূপ অপ্রশস্ত এবং কুসংস্কৃত ভাবে জৈনধর্ম্ম সমালোচিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ জৈনদিগের ধর্ম্ম তদ্রূপ নহে; ইহা অতি প্রাচীন এবং ইহার মতাবলী অত্যন্ত পবিত্র ও নীতিগর্ভ। জৈনগণ সংখ্যায় ন্যূন হইলেও সামাজিক আধিপত্যে হীনবল নহে। ইহাঁদের জাতীয় হিসাব ধরিলে, প্রতি শতে ৯৮ জন জৈন প্রায় ধনবান অর্থাৎ দরিদ্র জৈনের সংখ্যা নাই বলিলেই হয়। শতকরা ৯০ জন বণিক, ব্যবসায়ী অথবা ভূস্বামী; প্রতি শতে গড়ে তিন জনের অধিক পরপাদ-সেবী (চাকুরে) নহে; যাহারা চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের অধিকাংশই স্বধর্ম্মাবলম্বী প্রভু ব্যতীত প্রায় অপর কাহারই দাসত্ব স্বীকার করে না। ইহারা সাধারণতঃ নম্রস্বভাব, শান্তিপ্রিয়, সবল, সুস্থকায়,

শ্যাম বা গৌরবর্ণ এবং অপেক্ষাকৃত বিলাসপ্রিয়। কৃষিকার্য্যে ইহাদের দৃষ্টি বড় কম, ইংরাজি শিক্ষায় অনুরাগ অতি অল্প, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে এ পর্য্যন্ত কেহই অগ্রসর হয় নাই এবং সকলেই চিরাগত প্রথার নিতান্ত অনুরক্ত। ইহারা সকলেই মিতাচারী ও নিরামিষভোজী। মদ্যপান ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। জৈনদের মধ্যে কুৎসিতাকার, কৃষ্ণবর্ণ বা দরিদ্র ব্যক্তি খুব কম। ইহারা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত, শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী। এতদুভয় মধ্যে প্রভেদ এই যে, দিগম্বরীগণ মূর্ত্তি পূজা করে না, শ্বেতাম্বরীগণ তাহা করিয়া থাকে। শ্বেতাম্বরীদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ভারত পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র কেহ যায় নাই; দিগম্বরী সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন মাত্র একদা বিলাত গমন করিয়াছিলেন, তিনি সমাজচ্যুত হইয়া আছেন। বাঙ্গালা দেশে জৈনগণ প্রভূত ধনের অধিকারী এবং তজ্জন্য সাধারণ কার্য্যে বৃটিষ গবর্ণমেণ্ট ও সংস্কারকগণ প্রায়ই সতত ইহাঁদের সাহায্য অবলম্বন করেন। বঙ্গের অন্তর্গত মুর্শীদাবাদ জেলা জৈনদিগের সর্ব্বপ্রধান উপনিবেশ বলিয়া খ্যাত, দাক্ষিণাত্য (ডেকান) ব্যতীত আর কোথাও এত জৈনের একত্রে বাস নাই। আজিমগঞ্জ, বালুচর, খাগড়া, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সহস্র সহস্র জৈন এবং শত শত জৈন-মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ইহাদের প্রভুত্ব অসীম, আর কোনও ধর্ম্মাবলম্বীর এখানে মুখব্যাদান করিবার অধিকার নাই। অনেকে মুর্শীদাবাদ জেলার এই স্থান গুলিকে জৈন রাজ্য বলিয়া অভিহিত করেন। ধনে, মানে, ক্ষমতায় ও অধিকারে জৈনগণ এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা। আজিমগঞ্জ ও বালুচর গঙ্গার উপরে স্থিত, স্থানটিও অতি রমণীয়, নানাবিধ সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। রাস্তা ঘাট অতীব পরিচ্ছন্ন এবং লোকের অবস্থা নিতান্ত সচ্ছল। অন্য হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা-এস্থানে শতকরা দুই জনেরও কম, তাহাদের অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয়। সুপ্রসিদ্ধ লছমিপৎ, ধনপৎ, মাণিকচাঁদ, মেধরাজ, বিশন্‌চাঁদ, প্রসন্‌চাঁদ, শেতাবচাঁদ, সুরপৎ, গণপৎ, ছত্রপৎ প্রভৃতি এখানকার অধিবাসী। সমগ্র জৈনের সম্পত্তি ও ধন ধান্য রত্নাদি একত্র করিলে কোটি কোটি টাকা মূল্য হইতে পারে। কাঠগোলায় রায় লছমিপৎ সিংহ বাহাদুরের প্রমোদোদ্যান এত মনোহর, মূল্যবান ও প্রশস্ত যে, সমগ্র বাঙ্গালায় আর তেমন নাই। ইহা গঙ্গাতটে সংস্থিত। এই উদ্যানের কেন্দ্রস্থলস্থিত শ্বেতমর্ম্মরের বেদীর উপরে বসিয়া এই প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। এই মন্দির দেখিবার সামগ্রী; ইহা বিবিধ বিচিত্র পদার্থে বিভূষিত; অভ্যন্তরস্থ জিহ্নু দেবের মূর্ত্তি বহুমূল্য রত্নে খচিত। এক অনতিপ্রসর গৃহ মধ্যে সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক ও বহুশত রূপার পাত্র দেখিতে পাইবেন। আজিমগঞ্জ হইতে

বহরমপুরে ষ্টীমার যোগে যাইতে হয়, পথিমধ্যে নশীপুর নামক ক্ষুদ্র নগর দৃষ্টি পথে পতিত হইয়া থাকে। এই নশীপুর সুপ্রসিদ্ধ জগৎসেটের জন্ম ভূমি এবং এই স্থানেই তাঁহার গৃহ ও কার্য্যালয় ছিল। ঐ গৃহ ইংরাজেরা আজি পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছেন। ইহা গঙ্গাগর্ভ হইতে দুইশত হস্তের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। জগৎসেট জৈন ছিলেন, ইহাঁরই অনেক সম্পত্তি আজিমগঞ্জ ও বালুচরের জৈন মহাশয়েরা প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগৎ-সেটের বংশ মধ্যে এক্ষণে কেবল একটি বৃদ্ধা রমণী আছেন, তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন, তাঁহার নাম জগৎসেঠানী কৃপাময়ী।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্দে ঋষভ দেবের উল্লেখ আছে, তিনিই জৈন ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার সময়ে ইহা "ঋষভ ধর্ম্ম" বলিয়া আখ্যাত হইত। অনেক কাল পরে জিষ্ণু দেব প্রাদুর্ভূত হইয়া জৈন সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং ভারতের নানা স্থানে ইহা প্রচার করেন। তদবধি ইহা জৈন ধর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁরা ধর্ম্মসংস্থাপককে অর্হত আখ্যা প্রদান করেন। ঈশ্বরও কখন কখন অর্হত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ভক্তগণকে শ্রাবক, সাধুগণকে শ্রমণ এবং সংসারী প্রাণীকুলকে "ভব্যজীব" সংজ্ঞায় জৈনেরা সম্বোধন করেন। কোনও প্রকার জীবিত বা মৃত প্রাণীর মাংস ভক্ষণ ইহাঁদের পক্ষে নিষিদ্ধ। অষ্টমী ও দশমী তিথিতে ফল মূল খাওয়া অবিধি। পাছে কোন কীট পতঙ্গ উদরস্থ হয় বলিয়া রাত্রিকালে জৈনেরা আহার করেন না; সূর্য্যাস্ত হইলে সূর্য্যের পুনরুদয় পর্য্যন্ত জল ভিন্ন আর কিছু উদরস্থ করা জৈন মতের বিরুদ্ধ। অহিংসা পরম ধর্ম্ম জৈনদিগের ইহা মূল নীতি, ইহাঁরা জীব হিংসা করেন না এবং সংশয়ারূঢ় হইয়া অথবা বিনা দোষে কোন প্রাণীর অনিষ্ট করেন না। সাধুগণ উষ্ণজল পান করেন। সাধুরা অশ্ব, হস্তী, উষ্ট্র, যান প্রভৃতিতে আরোহণ করেন না; বড় নদী পার হন না এবং স্বহস্তে পাক করেন না। জৈনেরা জাতিভেদ মানিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পাক করা দ্রব্য কখন কখন খান, বৈশ্য ও শূদ্রের পাক করা দ্রব্য গ্রহণ করেন না। আপনার জাতির মধ্যে ইহাঁদের জাতি বিচার নাই। বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টানের কোনও দ্রব্যই ইহাঁরা গ্রহণ করেন না।

কাটিয়োয়ার, পালিটান, দাক্ষিণাত্য, আবু, শত্রুঞ্জয়, গির্ণার প্রভৃতি স্থানে অনেক জৈন আছেন। রাজপুতানার নানা স্থানে ইহাঁদের জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। বিকানীর প্রভৃতি অঞ্চলে ইহাদের প্রথম অভ্যুদয় হয়। আবু পাহাড়ে নানাবিধ রত্নখচিত ও কারু-কার্য্যসম্পন্ন জৈন মন্দির দেখা যায়। জৈনেরা যুদ্ধ বিদ্যায় অমনোযোগী এবং

ইহা ইহাঁদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ। জৈন শাস্ত্র প্রাকৃত ও পালি ভাষায় লিখিত; সাংখ্য শাস্ত্রের প্রায় সকলগুলি অনুকরণ। জৈনেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, পাপ ও পুণ্য মানিয়া থাকেন এবং কর্ম্মফল স্বীকার করেন। ইহাঁদের মতে ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় এবং তজ্জেতু সৃষ্টিকর্ত্তা বা দণ্ডদাতা অথবা পুরস্কারপ্রদাতা নহেন। মনুষ্য পূর্ব্ব জন্ম ও ইহজন্মের আপনাপন কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করেন। জৈনদিগের রামায়ণ ও মহাভারত আছে, তাহা হিন্দু রামায়ণ ও ভারতের ন্যায়। জৈন রমণীগণ অত্যন্ত আতিথ্যপ্রিয়া এবং পত্যনুরাগিণী। ইহাঁদের মধ্যে শিক্ষারও প্রচলন আছে, কিন্তু গড়ে শতকরা প্রায় তিন জনের অধিক জৈন লেখা পড়া জানেনা। কার্য্য ও ব্যবসা চালিতে পারে এইরূপ যৎসামান্য লেখা পড়া শিখিয়াই ইহারা শিক্ষা সমাপ্ত করে। ইহাঁদের পত্র ও খাতা মুণ্ডী অক্ষরে লিখিত হয়, ইহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। জৈন রমণীগণের বিষয় পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবি কিংসফোর্ড।

এনা কিংসফোর্ড নাম্নী সুবিখ্যাতা ইংরাজ রমণীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। বর্ত্তমান কালে ইহাঁর ন্যায় পূতচরিত্রা, উচ্চমনা, চিন্তাশীলা রমণী অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হয়। পাঠিকাগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ পশু-শরীরতত্ত্ব কিম্বা পশু-শরীর সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য জীবিত পশুগণের শরীর ছেদন করিয়া থাকেন। এনা কিংসফোর্ড এই নির্দ্দয় প্রথার ঘোরতর বিরোধিনী ছিলেন। বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন উক্ত নিষ্ঠুর প্রথার উদ্দেশ্য বলিয়া ইউরোপীয় কোন গবর্ণমেণ্ট উহা রহিত করেন নাই, কিন্তু এনা কিংসফোর্ড এই যুক্তি দেখাইতে আরম্ভ করেন যে যাহা সুনীতির অনুমোদিত নহে, তাহা বিজ্ঞানানুমোদিত হইতে পারে না। তিনি বলেন, যে বিজ্ঞানের আরও উন্নতি হইলে ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে জীবিত জীবের শরীর ছেদন করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবার আবশ্যকতা নাই। যিনি ঈশ্বরের ও ধর্ম্মের রাজত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তিনি বিবি কিংসফোর্ডের যুক্তি মিথ্যা বলিতে সাহসী হইবেন না। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ কখনও হইতে পারে না যে বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য জীয়ন্ত জীবকে বিনাশ করিতে হইবে। বিবি কিংসফোর্ড পুস্তক লিখিয়া বক্তৃতা করিয়া উক্ত নিষ্ঠুর প্রথা দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,

এবং স্বীয় চেষ্টায় বহু সংখ্যক ইউরোপীয় নরনারীকে স্বীয় মতাবলম্বী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কালে যে বিবি কিংসফোর্ডের চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইনি যে অতি প্রগাঢ় চিন্তাশীলা রমণী ছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার বিরচিত "The Perfect Way" নামক গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ইউরোপীয় ধর্ম্মতত্ত্ব বিদদিগের নিকট অতীব সমাদর ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার সারবত্তা ও চিন্তাশীলতায় বহুসংখ্যক সদ্বিদ্বান লোক মুগ্ধ হইয়াছেন। বিবি কিংসফোর্ড রোমান্ ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনী ছিলেন, কিন্তু এই গ্রন্থে তিনি সেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন যে, সত্যই আমার ধর্ম্ম, সরলভাবে সত্য অন্বেষণ করিব, হৃদয় যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে তাহাই গ্রহণ করিব। এরূপ মানসিক বলের পরিচয় ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অতি অল্প পাওয়া যায়।

ইনি অতি অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে সত্য-প্রিয় ইংরাজ মাত্রেই শোকান্বিত হইয়াছেন; এবং ইঁহার অকাল মৃত্যুতে পৃথিবী যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান।

প্রথম অধ্যায়।

সেক্সপীয়রের "চতুর্থ হেন্‌রি" নামক নাটকের এক স্থলে হেনরি এই মর্ম্মে দুঃখী লোকের সহিত তাঁহার নিজের অবস্থা তুলনা করিয়াছেন,—"সুসজ্জিত এবং সুবাসিত গৃহে থাকিয়াও আমার নিদ্রা হয় না, কিন্তু আমার শত শত দীন দুঃখী প্রজা সামান্য বিছানায় শয়ন করিয়া এবং সহস্র সহস্র মশকে পরিবৃত হইয়াও সুনিদ্রা ভোগ করে।" উক্ত কবি তাঁহার "পঞ্চম হেন্‌রি" নামক নাটকের এক স্থলেও ঐ কথা কয়েকটিই সুন্দর ছন্দে অতি সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ স্থলে পঞ্চম হেনরি গাঢ় চিন্তামগ্ন হইয়া ধনীদিগকে দুঃখী লোকদিগের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতেছেন, যে ধনীদিগের সমুদয় ধন মান সম্পত্তিকে, রাজার প্রার্থিত অথচ দরিদ্র-কর্ত্তৃক উপভুক্ত স্বাস্থ্যের সহিত কোন ক্রমেই তুলনা করা যাইতে পারে না। তিনি বলিয়াছেন, যে "সমস্ত দিনের গুরু-পরিশ্রমে পীড়িত অতি দরিদ্রের, এমন কি ভিক্ষুক পর্যান্তেরও রাজার অপেক্ষা অধিক সুখ আছে; কারণ যে ক্ষমতা দরিদ্রকে অবনত রাখিতে পারে, তাহার স্বাস্থ্যকে সে ক্ষমতা বশে আনিতে পারে না।"

লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার অবস্থার—কতক লোকের সুখ সম্পত্তির সহিত কতক লোকের দুঃখ দরিদ্রতার—তুলনা করিতে যাইয়া আমরা প্রায়ই ব্যতির দেখিয়া ভুলিয়া যাই ; কিন্তু ইহা দেখি না যে সুখ ভিতর হইতে উৎপন্ন হয়। স্বাস্থ্য সুখের একটি প্রধান অঙ্গ ; ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের বা শ্রেণী বিশেষের অধীন নহে। এ ধন রাজায় অনেক চেষ্টা করিয়াও পায় না, অথচ ভিক্ষুকে ইহা ভোগ করে। অবশ্য ইহা বলিতে হইবে যে এ তুলনা সকল সময়ে ও সকল স্থলে খাটে না। সকল ধনীই কিছু রোগী নয় এবং সকলেই দরিদ্রের স্বাস্থ্য দেখিয়া দুঃখ করে না। আবার অনেক স্থলে দরিদ্রও ধনীর স্বাস্থ্য সুখ দেখিয়া হিংসা করে। অনেক ধনী প্রায়ই, বিশেষতঃ শৈশবাবস্থায় স্বাস্থ্যসম্পন্ন থাকে। কিন্তু তথাপি উল্লিখিত তুলনা মিথ্যা নহে। স্বাস্থ্য সুখ এত বড় সুখ ও এত অমূল্য, যে এ সুখের সহিত ধন, মান, সম্পত্তি কিছুরই তুলনা হইতে পারে না। ইহা ঈশ্বরদত্ত ধন এবং যে সুবোধ, সে বোধ হয় এ ধনের বিনিময়ে সহস্র রাজার সম্পত্তি লইতেও স্বীকার করিবে না।

তবে কেন অধিকাংশ লোকে স্বাস্থ্যের মর্ম্ম বুঝে না? যদিও ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বুঝে, তাহা বহু বিলম্বে ; যখন স্বাস্থ্য চলিয়া যায় এবং আর পুনরায় আইসে না তখন তাহারা ইহার মূল্য বুঝিতে পারে।

শারীরিক কষ্টের অব্যাহতিই যে কেবল স্বাস্থ্য, তাহা নহে। আমাদের সমুদয় বৃত্তির সম্যক্ এবং স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি এবং আমাদিগের চতুর্দ্দিকস্থ সমুদয় দ্রব্য হইতেই সুখ অনুভব করা,—ইহারই নাম স্বাস্থ্য। যথার্থ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তির কোন পরিশ্রমে কষ্ট অনুভব হয় না ;—বরং তাহাতে সুখ বোধ হয়। একজন দরিদ্র কৃষক উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত সূর্য্যতাপে কার্য্য করে, কিন্তু রাত্রে সে সুনিদ্রায় স্বর্গ সুখ ভোগ করে। রাজার কৃষকের এই সুখেরই হিংসা করে। এই সুখই কুবেরের ধন অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান।

তথাপি লোকে এই অমূল্য ধন শুধু অসাবধানতায় ও অজ্ঞতায় নষ্ট করে। অনেকে ক্ষণ কালের ইন্দ্রিয় সুখের জন্ম ঈশ্বর দত্ত এই অমূল্য নিধি চির কালের জন্য বিসর্জ্জন দেয়!!

পৃথিবীতে রোগ, শোক, কষ্টের বিষয় অনেক শুনা যায় ; এবং এই সব দেখিয়া শুনিয়া অনেকে পরম করুণাময় জগদীশ্বরের করুণার প্রতিও সন্দিহান হন। তাঁহারা বলেন যে জগদীশ্বর পরম কারুণিক হইলে, কেমন করিয়া তিনি এই রোগ শোক মৃত্যুময় পৃথিবী সৃজন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা দেখেন না যে আমরাই আমাদের অধিকাংশ রোগ ও দুঃখের মূল এবং অনেক স্থলে রোগ ঘটিবার পূর্ব্বেই উহা নিরাকরণ করা সম্পূর্ণরূপে আমাদের আয়ত্তাধীন। যাঁহারা রোগের কারণ নির্ণয় বিষয়ে অনেক অনু-

সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাস যে সহজ জ্ঞানের অভাবে ও সামান্য সামান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মের অবহেলনে পৃথিবীস্থ অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি হয়; এবং আমরা চেষ্টা করিলে অধিকাংশ রোগই পৃথিবী হইতে অনায়াসে বিদূরিত করিতে পারি। এই বিশ্বাস সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ হইবার এবং ঐ বিশ্বাস-সম্ভূত সুখময় ফল ফলিবার এখনও বহু বিলম্ব আছে; কিন্তু জ্ঞান ও বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে এ বিশ্বাসও লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবে তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

বিলাতে আজকাল এই বিশ্বাসের বহুল প্রচার হইয়াছে এবং ইহা কার্য্যে পরিণত হইয়া অনেক শুভকর ফল প্রসব করিয়াছে। অনেক কারণে বিশেষতঃ বাৎসরিক মৃত্যু সংখ্যার গণনা দ্বারা তথাকার সাধারণ লোকের হৃদয়ে এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে অধিকাংশ রোগই সময়ে নিবারণসাধ্য। তথায় এই বিশ্বাস-সম্ভূত অনেক মঙ্গলময় ফল ফলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকের স্বাস্থ্যের জন্য অনেক সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। লোকে যাহাতে বিশুদ্ধ জল, বায়ু, ও খাদ্য প্রাপ্ত হয় তাহার উপায় ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক জীবন রক্ষা হইয়াছে, লোকে অনেক রোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে এবং সেই পরিমাণে সাধারণ লোকের সুখ বৃদ্ধি হইয়াছে। এখানকার গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের প্রত্যেক সহরের মিউনিসিপালিটী রাস্তা ঘাট পরিষ্কার রাখা প্রভৃতি কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত আছে। যাহাতে লোকে বিশুদ্ধ জল পায়, গবর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটী তাহার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করিতেছেন। যাহাতে লোকে বিশুদ্ধ খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্যও আইন বাহির হইতেছে। এইরূপে গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা লোকের স্বাস্থ্য রক্ষার যথাসম্ভব বিধান করিতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে সমুদয় কার্য্য করিতে পারেন না। দুই চারি অথবা দশজন লোকের চেষ্টা দ্বারা যাহা হইতে পারে না, গবর্ণমেণ্ট তাহার উপায় বিধান করিতে পারেন, কিন্তু স্বাস্থ্যবিষয়ক অনেক নিয়ম রক্ষাই নিজের নিজের যত্নের উপর নির্ভর করে। গবর্ণমেণ্ট সে সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না— করিলে তাহার ফল সম্পূর্ণ শুভকর হয় না। অধিকাংশ রোগের উৎপত্তি আমাদের নিজের অসাবধানতা দ্বারা হয়, অতএব নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রত্যেক লোকেরই নিজের দৃষ্টি রাখা উচিত।

শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রধান প্রধান নিয়ম সরল ভাষায় বর্ণনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ঐ সকল নিয়ম অতি সহজ এবং একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লোকে ঐ সমস্ত নিয়মই অধিক পরিমাণে লঙ্ঘন করেন।

আমি এই প্রবন্ধে বালক বালিকা দিগের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কোন উল্লেখ করি নাই। যৌবন কাল পর্য্যন্ত তাহারা পিতা মাতার অধীনে থাকে। যৌবনের প্রারম্ভে তাহারা ক্রমে ক্রমে পিতা মাতার অধীনতা হইতে মুক্ত হয় এবং আপনারা কার্য্য করিতে সক্ষম হয়। এ সময়ে তাহারা নিজের শরীরের যত্ন নিজেই করিতে সমর্থ হয়। এই সময়েই শারীরিক স্বাস্থ্যবিধান সম্বন্ধীয় উপদেশ কার্য্যকর হয় এবং এই সময়েই এই উপদেশের অধিক আবশ্যকতা হয়। অনেক যুবক যুবতী স্বাস্থ্যবিষয়ক সামান্য সামান্য নিয়ম না জানিয়া রোগ-গ্রস্ত হয় এবং চির জীবন ক্লেশ ভোগ করে। এই কারণে আমি যৌবনের প্রাক্কাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত পালনীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিয়ম এই প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি। (ক্রমশঃ)

ষট্ সহোদর।

ছয়টী সোদর ;
নর দেহে যেন তারা ছয়টী অমর।
বিরলে গঠিলা বিধি,
ভূতলে অতুল নিধি—
ছয়টী মানস পুত্র সুরেন্দ্র সোসর।
স্বর্গীয় প্রসূন প্রায়,
স্বর্গীয় সুরভি গায় ;
স্বর্গীয় সুষমা মাখা সুখ সুধাকর।
স্বর্গের প্রতিভা তারা,
পবিত্র পীযূষ ধারা ;
নন্দন কাননে ছটী কল্পতরুবর,
অথবা ভূতলে ছটী পরশ পাতর ;
তারা ষট্ সহোদর।

অগ্রজ শ্রীপ্রেমানন্দ পরাণ উদার,
সর্ব্বজীবে সমভাবে ভাবে আপনার,
বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা,
চক্ষে দর দর ধারা,
আত্মহারা হয়ে সদা ফিরে যথা তথা,
প্রচারে জগৎময় প্রেমের বারতা।
মুখে শব্দ ভাই ভাই
ব্রাহ্মণ চণ্ডাল নাই,
যারে তারে গাঢ় আলিঙ্গন।
তীক্ষ্ণ "কলসীর"কাণা" করিয়া ক্ষেপণ,
রক্ত পাত করে যে দুর্জ্জন ;
তারে ও সে দেয় কোল ;
মুখে বলি "হরি বোল,"
ইষ্ট নাম করায় শ্রবণ।
লৌহশলা বিধি কলেবরে,
যারা তার প্রাণ বধ করে,
তাদের কল্যাণ মনসাধ,
বলে "পিতঃ প্রেমময়,
অবোধ সন্তানচয়
ক্ষম ইহাদের অপরাধ।"
প্রেমেতে গঠিত দেহ,
অনাদরে করে স্নেহ,

অভিশাপে আশীষ বচন,
অহো ত্রিদিবের ভাব,
আহো বিশুদ্ধ স্বভাব,
অহহ মলয়জাত অগুরুচন্দন,
সুগন্ধি বিতরি তোষে ঘাতকের মন।

দ্বিতীয় করুণচন্দ্র স্নেহের নিধান;
ধর্ম্মের বিজয় ভেরী, মুক্তির নিশান।
দুর্ব্বলের দেহ বল,
তৃষিতের স্বচ্ছ জল,
নিরন্নের স্বাদু অন্ন, নগ্নের পিধান।
হতাশের আশা সূত্র,
অপুত্রের প্রিয় পুত্র;
পিতৃহীনে পিত্রোপম, নির্জ্জীবের প্রাণ।
বিপন্নের হাহাকারে,
ব্যথিতের অশ্রুধারে,
বাজে অঙ্গে শাণিত কৃপাণ;
হৃদয় নিলয় ভাঙ্গি হয় শত খান।
পর সুখে সুখী মন,
পর হিতে প্রাণপণ,
পর শুভ সদা অনুধ্যান;
পর দুঃখ নাশে প্রীতি প্রফুল্ল বয়ান;
পরার্থে বিক্রীত দেহ তুচ্ছ ধন প্রাণ।

তৃতীয় শ্রীনির্ব্বেদ কুমার;
নির্ব্বাত তড়াগ সম হৃদয় আগার।
সংসারের সুখ রাজি,
মণিমুক্তা গজ বাজী,
পুজ্য পিতা, প্রিয় পুত্র, পত্নী, পরিবার;
কিছুতেই পরিলিপ্ত নহে চিত্ত তার।
ভবের সংশ্লেষে রয়,
ভবেতে সংশ্লিষ্ট নয়,
পদ্ম পত্রে বারি যে প্রকার;
বীতস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয়, নিত্য নির্বিকার।
এক মাত্র লক্ষ্য স্থান
ব্রহ্মে মনঃ সমাধান;
সে নামে হৃদয় তন্ত্রী বাজে অনিবার;
সেই তন্ত্র, সেই মন্ত্র, জীবনের সার।

শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র চতুর্থ কুমার,
দিব্যালোকে পূর্ণ তার মানস ভাণ্ডার,
খুলেছে অন্তর দৃষ্টি,
দেখিছে নূতন সৃষ্টি,
আত্মতত্ত্বে বিশ্বতত্ত্ব সব আবিষ্কার।
ঘুচিয়াছে ভ্রম মোহ সংশয় আঁধার।
জ্ঞাত শত শাস্ত্র ভেদ,
নিদান দর্শন বেদ,
নথ দরপণে দেখে কোটী চরাচর,
ভূতভাবী বর্ত্তমান সাক্ষাৎ গোচর।
দিবানিশি সচেতন,
সারধনে সযতন,
তত্ত্বসুধাপানে মত্ত আকুল অন্তর,
জ্ঞানার্ণবে ডুবে লুটে রতন নিকর।
মহামোহ রাজ্য বহু দূরেতে ফেলিয়া,
রিপু ষট্‌চক্র মায়া কুহক কাটিয়া,
পরিহরি চিন্তা ভয়,
মৃত্যুরে করিয়া জয়,
সাধে জীবনের ব্রত প্রাণ মন দিয়া,
অমৃতের সঙ্গে মিলি অমৃত হইয়া।

পঞ্চম বিনয়চন্দ্র সুশান্ত সুধীর ;
স্বভাব সুন্দর বপু সারল্য মন্দির ।
মুখরুচি সুনির্ম্মল,
ব্রীড়ার সু-ক্রীড়া স্থল ;
ফলস্থ তরুর সম সদা নতশির ।
নিয়ত নিম্নগ যেন জাহ্নবীর নীর ।
মৃদুল লোচন-বিভা,
মৃদুল-ভাষিণী জিভা,
মৃদুল গমন যেন মলয় সমীর ।
দীনাত্মা দাসের দাস,
গললগ্নীকৃতবাস,
তৃণ হতে হীন সবে শ্রদ্ধা সুগভীর ;
ভক্তির আশ্রম তার হৃদয় কুটীর ।

কনিষ্ঠ শ্রীসন্তোষ কুমার ;
মরতে অমরাবতী সৃষ্টি বিধাতার ।
গন্ধর্ব্ব নিছনি তনু,
ভ্রূযুগল শক্র ধনু ;
প্রফুল্ল সরোজনিন্দ নেত্র সুধাধার ।
শ্রীমুখে বিশদ হাসি,
শারদীয় পৌর্ণমাসী ;
বাক্য যেন অমিয়া আসার ।
অভাবে, সম্পদ কালে,
সৌভাগ্য ব্যসন জালে,
উথলে হৃদয়ে সদা আনন্দ পাথার ।
নাহি লোভ দ্বেষ, রোষ ;
স্বল্পস্পৃক আশুতোষ ;
শান্তির জীবন্ত উৎস প্রীতির আধার ;
শ্রীসন্তোষ কুমার । *

পুস্তক পাঠ ।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ একটী নূতন সুখের অধিকারী হইয়াছে । ইহা গ্রন্থ পাঠের সুখ । মুদ্রাযন্ত্রের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে গ্রন্থের প্রচার হইয়াছে ও হইতেছে। ভারতবর্ষে দিন দিন বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লেখক লেখিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এবং প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও বাড়িতেছে । গবর্ণমেণ্ট প্রতিবর্ষে ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করেন, তৎপাঠে দেখা যায় যে বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ,বোম্বাই, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল সকল স্থানেই প্রতি বৎসর পুস্তক ও পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে । সুখের বিষয় এই যে বাঙ্গালায় প্রতি বৎসর যত সংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হয়, তত ভারতের আর অন্য কোন স্থানে হয় না ।

উত্তম পুস্তকপাঠ মনের অতীব আনন্দকর । মানুষের জ্ঞানলাভের ইচ্ছা স্বভাবতঃই বলবতী, এই ইচ্ছা পুস্তক পাঠ দ্বারা যেমন সহজে চরিতার্থ হয়,

---

* ষট্ সহোদর—প্রেম, দয়া, বৈরাগ্য, বিবেক বিনয় ও সন্তোষ—এই ছয়টী মানসিক দেব ভাব ।

তেমন আর অন্য কোন উপায়ে নহে; সুতরাং পুস্তক পাঠে যে মানুষ আনন্দ পাইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

অধ্যয়নে সুখ অনুভব করা সকলের পক্ষে ঘটে না, ইহা শিক্ষার দোষ। বাল্যকালে বালকের জ্ঞানলাভের ইচ্ছাটীকে যদি বেশ করিয়া উত্তেজিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা কখনই বিনষ্ট হয় না। জ্ঞান লাভের যে সুখ তাহা বালকদিগকে স্পষ্ট করিয়া অনুভব করাইয়া দিবার সুকৌশলের অভাব বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর একটী প্রধান দোষ। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে আমাদিগের সকলের হৃদয়ে জ্ঞান লাভের বাসনা সমানরূপে তেজস্বী নহে। ইংরাজদিগের শিক্ষা প্রণালী অনেক পরিমাণে এই দোষ-বিবর্জ্জিত। সেই জন্যই শিক্ষিত ইংরাজদিগের মধ্যে যত অধ্যয়ন-প্রিয় লোক আছেন, আমাদের মধ্যে তাহার দশমাংশের একাংশও নাই।

অধ্যয়ন হইতে আনন্দ লাভ করিবার জন্য আমাদিগের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত, কেননা উহা একটী উচ্চ ও পবিত্র আনন্দ এবং মনের উন্নতি-সাধক। মানসিক উন্নতিসাধন, আত্মার উন্নতিসাধনের ন্যায় একটী পরম কর্ত্তব্য, কিন্তু অধ্যয়নশীলতা ব্যতিরেকে আমরা কখনই সেই মানসিক উন্নতিসাধন করিতে পারি না।

অধ্যয়ন-প্রিয়তা থাকিলে অনেক দুঃখ ও ক্লেশ সহ্য করা যায়। অধ্যয়নের আনন্দে মগ্ন হইলে আমরা দারিদ্রতা ও রোগের কষ্ট ভুলিয়া যাই, জনহীন মরু-দেশ বাসের ক্লেশ বিস্মৃত হই, বন্ধুহীন হইয়াও বন্ধুত্বের সুখ উপভোগ করি, বিষাদের মধ্যে থাকিয়াও হর্ষ প্রাপ্ত হই এবং অনেক সময় পাপ প্রলোভনের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হই।

আমরা আশা করি, আমাদের পাঠিকাগণ অধ্যয়ন-প্রিয়তা লাভ করিতে সচেষ্ট হইবেন। ইহা লাভ করিলে তাঁহারা মনের উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন। সকল বিষয়ের সদ্গ্রন্থ অধ্যয়নে মনোযোগী হইলে তাঁহারা সংসাররক্ষায় ও ধর্ম্মপালনে অধিকতর কৃতকার্য্যা হইবেন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালাভাষায় আজ কাল উত্তম পুস্তকের অভাব নাই, কিন্তু তথাপি ইংরাজী ভাষা না জানিলে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম্ম, বার্ত্তা শাস্ত্র প্রভৃতি নানা উচ্চতর বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুবিধা হয় না। বাঙ্গালাভাষায় বহুসংখ্যক পুস্তক প্রকাশিত হইলেও তন্মধ্যে যাহা পড়িবার উপযুক্ত, অল্পকাল মধ্যেই তাহার পাঠ শেষ করা যায়। এই জন্য এ দেশীয় স্ত্রীলোকগণের ইংরাজী শিক্ষার বড়ই প্রয়োজন। ইংরাজী শিক্ষা করিতে গেলে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতেই হইবে, ইহা যেন কেহ মনে না

করেন। আমাদিগের বিশ্বাস আমাদিগের স্ত্রীলোকগণ যেরূপ বুদ্ধিমতী, চারি পাঁচ বৎসর পরিশ্রম করিয়া গৃহে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিলে তাঁহারা ঐ ভাষায় লিখিত অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীতও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাগুণে কত লোক সুশিক্ষিত হইয়াছেন।

বঙ্গমহিলার পত্র।*

(আদর্শ বঙ্গরমণী)

প্রিয় হেম!

আজ ছয় মাস এখানে আসিয়াছি। পল্লী গ্রাম যে এত সুন্দর এত মনোহর, এত নবীনতর, ইহা আগে জানিতাম না। এ গ্রামের নাম মৃজাপুর, গ্রাম খানি ক্ষুদ্র, আমার বোধ হয় ইহা প্রকৃতির ক্রীড়া-কানন। শ্যামল বৃক্ষ লতায় তটিনীর মৃদুল স্রোতে বিশাল প্রান্তরে মনোরম শস্য ক্ষেত্রে যে দিকেই দেখি, প্রকৃতি দেবী যেন সরলা বালিকার মত খেলিয়া বেড়াইতেছেন! সহরে শোভা দেখিয়া দেখিয়া দর্শনেচ্ছা পরিতৃপ্ত হয়, কিন্তু গ্রামের শোভা যতই দেখ ততই নূতন, আজ ছয় মাসের মধ্যে আমার চক্ষের শ্রান্তি জন্মিল না।

এ শোভার কথা আর এক দিন বলিব, আজ একটী জীবন্ত শোভার চিত্র তোমাদিগকে দেখাইব বলিয়াই এ পত্র লিখিতেছি। এখানে আসিয়া আমরা গ্রামের "মাষ্টার বাবুর" বাটীতে বাসা লইয়াছি। মাষ্টার বাবুর বাটীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী, দুটী ছোট ছোটপুত্র, এক জন চাকর একজন "ঝি" এই কয়টী লোক মাত্র। মাষ্টার বাবুর পত্নী কমলা দেবী কিরূপ চরিত্রের লোক তাহাই লিখিতেছি, ভরসা করি তুমি ও অপর ভগিনীরা মন দিয়া শুনিবে।

ধর্ম্ম ভাব—মাষ্টার বাবুর স্ত্রীর ধর্ম্ম ভাব দেখিলে অতি পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। শুনিলে বিস্মিত হইবে তিনি সকল প্রকার বিপদ, দুঃখ এই বলিয়া সহ্য করেন "ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন, তাহা জীবের অবশ্য কল্যাণীয়, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" যখন একমনে ঈশ্বরের চরণ পূজা করেন, তখনকার ভক্তি ভাব, দীন ভাব ও পবিত্র ভাব দেখিলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। বোধ হয় তিনি এ জ্বালাময়ী পৃথিবী হইতে কোন শান্তিধামে গমন করিয়াছেন, বোধ হয় সেই অনন্ত মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন, বোধ

*পারিতোষিক রচনা উপলক্ষে শ্রীমতী মানকুমারী বসুর লিখিত। পারিতোষিক যোগ্য না হইলেও লেখাটি পাঠিকাগণের পক্ষে উপাদেয় হইবে বলিয়া পত্রিকাস্থ হইল। বা, বো, স,

হয় তিনি এ মর জগতে দেবীরূপিণী হইয়া আছেন। প্রত্যহ সর্ব্বাগ্রে স্বর্গীয় দেবের চরণ বন্দনা করিয়া সংসারের কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন। বিশ্বদেবের "আজ্ঞা পালন" করাই, তাঁহার প্রতি কার্য্যের উদ্দেশ্য। বোধ হয় বুঝিতেছ ইহা দ্বারা তাঁহার প্রকৃতি কত দূর উন্নত ও বিশুদ্ধ হইয়াছে।

সেবা পরায়ণতা—আজিকার দিনে কমলা দেবীর মত সেবা পরায়ণা মহিলা অতি অল্পই দেখা যায়, পরের সেবা করিতে ইহার যে কত আনন্দ, তাহা আর বলিতে পারি না। প্রাচীনা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করেন, অনেক কন্যা মাতাকেও সেরূপ করিতে পারে না। কিন্তু কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে, আত্মীয় স্বজনের সেবা সকলেরই প্রিয়, কিন্তু প্রতিবাসী, বৃদ্ধ, পীড়িত, অধিক কি পশুপক্ষীদিগের সেবা করিতেও কমলা দেবী সর্ব্বদা প্রস্তুত; এই সেবার জন্যে কতখানি দয়া সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ স্বীকার আবশ্যক, তাহা সকলের অনুভব করাও কঠিন!

পতি অনুরাগ—স্বামীর প্রতি ভাল বাসা বঙ্গমহিলার স্বাভাবিক সংস্কার হইলেও কমলা দেবীর পতি অনুরাগে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। তিনি স্বামীর প্রতি ভ্রমেও রুক্ষভাষিণী বা পরুষ-ব্যবহার কারিণী নহেন, ক্রোধ অভিমানাদিকে তিনি প্রেম দ্বারা জয় করেন; স্বামীর রোগে স্নেহময়ী, দোষে ক্ষমাময়ী, মনোবিকারে সান্ত্বনাময়ী এবং সর্ব্বথা প্রেমময়ী রূপে রহিয়াছেন। আমরা মাষ্টার বাবুকে মনস্বী ও দেবোপম চরিত্রবান পুরুষ দেখিলাম, বিশ্বস্ত সূত্রে জানিলাম, কেবল সাধ্বী রমণীর গুণেই তিনি এতাধিক উন্নত হইয়াছেন, স্পর্শমণি সহযোগে লৌহ স্বর্ণ হওয়ার কথা শুনিয়াছি, বোধ হয় সাধু পুরুষ ও সাধ্বী রমণী এ জগতের স্পর্শমণি, ইহাদের সাহচর্য্যে মনুষ্য মাত্রে দেবতা হইতে পারে!

শিশু পালন—কমলা দেবীর পুত্র দুটীর বয়স দশ বার বছরের অধিক হইবে না; তাহারা মাতার যে কত দূর বাধ্য তাহা আর কি বলিব? এই অল্প বয়সে তাহাদের সত্যানুরাগ, মিথ্যায় ঘৃণা ও ঈশ্বরপরায়ণতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। তাহাদের এরূপ শিক্ষা হইতেছে যাহাতে তাহারা সময়ে দেশের উন্নতির জন্যে, পরোপকারের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারে। মনুষ্যজীবন যে নিজের জন্যে নহে ইহা তাহাদের দৃঢ় ধারণা। লেখা পড়াতে তাহাদের যেরূপ মনোযোগ, বোধ হয় এ বয়সে এরূপ অতি অল্পই দেখা যায়। পাঠনা বিষয়ে তাহারা পিতার সাহায্য পায় বটে, কিন্তু চরিত্র শিক্ষা, জ্ঞান পিপাসা, অভিজ্ঞতা লাভ, মাতার নিকটেই হইতেছে। কঠিন বিষয় সকল, তিনি এত সরল ও এত

সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন যে বালকদিগের সুকোমল মনে তাহা অঙ্কিত থাকিয়া যায়। সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি মাতার সর্ব্বদাই দৃষ্টি, তিনি বলেন "শারীরীক কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন রূপ মহা পাতক হয় এবং শরীর রোগময় ও নিস্তেজ হইয়া মনুষ্যের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ রুদ্ধ করে।" ইহাঁর বালকেরা পুষ্টিকর আহার পানীয় গ্রহণ, নির্ম্মল বায়ু সেবন এবং উৎকৃষ্ট ব্যায়াম শিক্ষা দ্বারা সর্ব্বদা প্রায় সুস্থ থাকে। সন্তানকে, অযথা আদর, অকারণ তাড়না এবং কর্ত্তব্য লঙ্ঘন একরটী বিষয়ে মাতার বিশেষ নিষেধ। তাহারা ধর্ম্মের প্রতি ভক্তি, সত্যের প্রতি সম্মান এবং সাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে বিশেষ আদিষ্ট হইয়াছে। প্রিয় বোন! আমি যত দূর বুঝি তাহাতে বোধ হয় এমন এক দিন আসিবে, যে দিন এই দুটী বালক দেশের দুটী রত্ন বলিয়া গণনীয় হইবে এবং এই মাতার পুরস্কার স্বরূপ বঙ্গ মাতার মুখোজ্জ্বল হইবে।

গৃহকার্য্য—যাঁহারা এখনকার মেয়েদিগকে "আলস্য প্রিয়া" বা "গৃহকর্ম্মে অমনোযোগিনী" প্রভৃতি বলেন, তাঁহাদিগকে কমলা দেবীর গৃহ কার্য্য দেখাইতে আমার বড় ইচ্ছা করে। এ গৃহিণী বয়সে অল্প হইয়াও "উত্তমা গৃহিণী" আখ্যা পাইবার যোগ্যা। আলস্য নাই, বিরক্তি নাই, শ্রান্তি নাই, কমলা দেবী প্রায়ই গৃহের কোন না কোন কাজে নিযুক্ত আছেন, আবার সে সকল কাজ এত সুন্দর এত পরিপাটি যে দেখিলে চক্ষুর পরিতৃপ্তি জন্মে। এ দিকে সহরের মত রাঁধুনী রাখা রীতি নাই, কমলা দেবী স্বহস্তে রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এ কার্য্যে হাত এমন পাকিয়া গিয়াছে যে শাকান্ন হইতে পলান্ন মিষ্টান্ন পর্য্যন্ত অতি উপাদেয় রূপে প্রস্তুত করিতে পারেন। যদি প্রত্যেক গৃহিণী এইরূপ শিখেন, তবে গৃহ স্বামীর মিঠাইকর ও হালুইকরের খরচটা বাঁচিয়া যায়।

গৃহসজ্জা দেখিয়া আমিও বিস্মিত হইলাম, এত সামান্য বস্তু এত সুশৃঙ্খল রূপে সাজাইলে গৃহ যে এত সুন্দর হয়, ইহা আগে কখনই জানিতাম না। ইহার নিকটে কিছুই উপেক্ষিত হইবার নাই, কোনও বস্তুর বিশৃঙ্খলা নাই। গোয়াল ঘর ভাঁড়ার ঘর, রসুই ঘর, শয়ন ঘর যাহাই কেন দেখ না সুশৃঙ্খল, সুপরিষ্কৃত ও সুন্দর। গৃহে এমন একটু স্থান দেখিলাম না যে এই খানে গৃহিণীর অমনোযোগ, এমন একটী বস্তু দেখিলাম না যে ইহাতে গৃহিণীর উপেক্ষা, এমন এক ব্যক্তি দেখিলাম না যে ইহার মঙ্গলের জন্য গৃহিণী নিশ্চেষ্ট।

দাস দাসীর প্রতি ব্যবহার—গৃহে এক জন দাস ও এক জন দাসী আছে আগেই বলিয়াছি। ইহারাও গৃহস্বামিনীর গুণে পরিশ্রমী, কর্ম্মনিষ্ঠ ও সচ্চরিত্র

হইয়াছে। ইহারা তাঁহার এমনি বাধ্য যে তাঁহার জন্যে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে। তিনি ইহাদিগকে বিশ্রামের জন্যে সময়, সুকার্য্যে পুরস্কার এবং ত্রুটীতে উপদেশ দিতে কখনই ক্ষান্ত হন না; ইহাদের পীড়া হইলে স্বহস্তে সেবা শুশ্রূষা করেন। ফলতঃ দাস দাসীরা এক মুহূর্ত্তের জন্যেও এ গৃহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহে।

দাস দাসীরা তো মানুষ, নির্ব্বোধ পশুরাও বুঝি তাঁহাকে চিনিয়াছে। গরু বাছুরেরা "মা"কে দেখিলে যেন কত আনন্দ পায়! কুকুরের তো কথাই নাই, সে যেন ছেলেদের তৃতীয় ভাই। কমলাদেবীর প্রশস্ত হৃদয় সকলকেই ভাল বাসিতে সক্ষম।

সাধারণতঃ—১ম। সংসারের আয় ব্যয়ের ভার কমলা দেবীর হস্তে। মাষ্টার বাবু নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন তিনি এ সকল কর্ম্মে "গৃহিণীর" মত পারদর্শী নহেন। কমলা দেবী মিতব্যয়ী, সিকি পয়সাটী তাঁহার নিকট হইতে অযথা খরচ হইবার যো নাই, তাই বলিয়া ইহাকে তুমি কৃপণ ভাবিও না—কানা খোঁড়া বৃদ্ধ অনাথ প্রভৃতি লোককে ইনি মুক্তহস্তে দান করেন; কিন্তু সে দান অতি গোপনে সাধিত হয়, আমাদের রাজা বাহাদুরের বা রাণীচৌধুরাণীর দানের মত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না, দেশের প্রধানতম ব্যক্তিদিগেরও কর্ণগোচর হয় না। মাতার ন্যায় নিঃস্বার্থ ভাবে কমলা দেবী দীন দুঃখীর উপকার করেন।

২য়। কমলা দেবীর শিল্প কার্য্য সকল দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। উলের সূচের জরীর পুঁতির সকল কাজই মনোহর; সামান্য কাঁথা সেলাই হইতে শালের কন্ধা পর্য্যন্ত অভ্যাস করিয়াছেন। গৃহের লেপ তোষক পিরাণ পেণ্ট্‌লান আসন ছুলিচা প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই ইহার স্বহস্ত প্রস্তুত। দেখিয়া বুঝিলাম দরজীকে মাষ্টার বাবুর পয়সা দিতে হয় না।*

৩য়। প্রতিবাসিনীগণ কমলা দেবীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। কেহ উপদেশ লইতে, কেহ গৃহকার্য্য শিখিতে ও কেহ বা মনের কথা কহিতে সর্ব্বদাই কমলা দেবীর বাটীতে যাতায়াত করিতেছে। কমলা দেবী সকলেরই বিশ্বাসভাজন। দুষ্টা স্ত্রীগণ তাঁহার সহিত বিবাদেচ্ছা করিয়া অপ্রতিভ হয়, কারণ সকলের ঈর্ষা ক্রোধ অবিমৃষ্যকারিতা তিনি বিনয় প্রেম ও ক্ষমা দ্বারা জয় করেন।

৪র্থ। সাংসারিক কার্য্যে সর্ব্বদা নিরত থাকিয়াও কমলাদেবী জ্ঞানোন্নতি সাধনের পরাঙ্মুখী নহেন। অবকাশ মত জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠ, বিদুষী মহিলাদিগের

---

* দেশীয় ভগিনীরা বয়ন শিল্প প্রভৃতি কার্য্যে নিপুণ হইলে কেবল পয়সার সুসার, একথা বলা লেখিকার অভিপ্রেত নহে। এ বিষয় বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

সহিত সাক্ষাৎ হইলে স্বজাতীয় ভগিনী-দিগের উন্নতি বিষয়ে আলাপ করিতে এবং সাময়িক পত্রাদিতে চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতে ইহাঁর বিশেষ আগ্রহ। এই গৃহাবরণে থাকিয়া এত নূতন বিষয় শিখিয়াছেন, যে ইহাঁর সহিত আলাপ করিলেও অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

৫ম। কমলাদেবী সর্ব্বদা প্রফুল্ল-মুখী ও প্রিয়ভাষিণী। মুখখানি এমন গাম্ভীর্য্য—এমন পবিত্রতা—আর এমন লজ্জাশীলতা মাখা, এই তিনটী মিশিয়া এমন মধুরতা উৎপাদন করিয়াছে যে সে মুখ দেখিলে আনন্দ ভালবাসা সম্ভ্রম আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়া থাকে।

আর পত্র বাড়াইব না। হেম! কমলাদেবীর চরিত্র ব্যবহার ও কথায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আমার বোধ হয় এই দেবীই বঙ্গরমণীর আদর্শস্বরূপা। যে দিন বাঙ্গালির ঘরে ঘরে এইরূপ দেবীগণ বিরাজিতা হইবেন, সেই দিন বঙ্গমাতার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইবে। কাহা-রও প্রাণপণ চেষ্টা ব্যর্থ হয় না, একবার দুইবার তিনবার বহুবার চেষ্টা করিয়াও যদি এরূপ উন্নতি লাভ করিতে পারি, তবে কেন চেষ্টা করিব না?

আজিকার মত বিদায় হইলাম ইতি।

তোমার স্নেহের ভগ্নী—

বিশ্ব-সেবা-ব্রতে রমণীর সহকারিতা। (১)

সর্ব্বাগ্রে এই বিশ্ব-সেবা-ব্রতের প্রকৃত অর্থ কি, তাহাই স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া নির্ণয় করা যাউক। তৎপরে তাহা রমণীগণের কতদূর সাহায্য-সাপেক্ষ তাহা বিবেচিত ও লিখিত হইবে।

বিশ্ব সেবা ব্রত বলিলে আমরা তাহার দুইটী অর্থ বুঝি, একটী অর্থ বিস্তৃত, অন্যটী সীমাবদ্ধ। যখন বিস্তৃত অর্থে বুঝিতে যাই, তখন বিশ্ব-সেবা বলিলে, বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের প্রত্যেক প্রাণি-জগতের প্রত্যেক সেবনীয় জীবের যে সেবা তাহাই বুঝি। অথবা, বিশ্ব-সেবা আর জীব-সেবা প্রতিবাক্য স্বরূপে বুঝি। ২য় অর্থে, যখন ঐ বিস্তৃত অর্থটীকে একটু সঙ্কুচিত করিয়া আনি, তখন বিশ্ব সেবা-ব্রত বলিলে ধরাবাসী মানব জগতের সেবা বলিয়াই বুঝি অর্থাৎ বিশ্ব-সেবা আর মানব সেবা তখন একই অর্থ প্রতিপ্রদান করে।

আর্য্য ঋষিগণ বিশ্ব সেবা বলিলে তাহার প্রথম অর্থই বুঝিতেন। মহাত্মা শাক্যসিংহ বলিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বজীবে সমভাব, সর্ব্বজীবের প্রতি সমান দয়া, এবং সর্ব্বজীবেরই সুখোৎপাদনের চেষ্টায়

(১) এ লেখাটি এ বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচনায় পারিতোষিক যোগ্য হইয়াছে।

নাম বিশ্ব-সেবা ব্রত। কিন্তু আমাদের উপস্থিত প্রচনার বিষয়টী বোধ হইতেছে যেন উপরিউক্ত বিশ্বব্যাপী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহার সীমা মানব জাতিকে লইয়াই আবদ্ধ। অতএব প্রকৃত পক্ষে "মানব সেবা ব্রতে" রমণীর সহায়তার কতদূর আবশ্যকতা আছে, তাহাই নির্ণয় করা আমাদের উপস্থিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ বিশ্ব সেবা ব্রত সম্বন্ধে কোন কিছু লিখিবার পূর্ব্বে সাধারণতঃ যাহাকে সেবা কহে, তাহার সহিত ইহার কি পার্থক্য বিদ্যমান আছে, তাহাই আমাদিগকে অগ্রে দেখিতে হইবে। তৎপরে ইহার উপাদান, নিয়ম, কার্য্যপ্রণালী, উদ্‌যাপন কাল ও সেবনীয় পাত্র স্থির করা যাইবে। অবশেষে এই বিশ্ব-সেবা ব্রত যে, রমণীগণের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কখনই সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে না, তাহাই বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইবে।

সেবা বলিলে আমরা সাধারণতঃ যে সকল কার্য্য শ্রদ্ধা, ভক্তি, ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে গুরুজনের সুখ সাধনের নিমিত্ত সম্পাদন করিয়া থাকি, তাহাই বুঝায়; অর্থাৎ সন্তান শিষ্য ও ভৃত্য গুরুজনের শুশ্রূষার্থে যে সকল কার্য্য সম্পাদন করে, তাহারই নাম সেবা। কিন্তু আমরা যে সেবার বিষয়ে আজি আলোচনা করিব, অর্থাৎ বিশ্বসেবা, তাহা আরও পবিত্র, আরও মহান্ এবং আরও উচ্চ। এ সেবার সহিত পিতামাতার প্রতি সন্তানের যে ভাব, শিষ্যের সহিত গুরুর যে ভাব, প্রভুর সহিত ভৃত্যের যে ভাব, সেই সঙ্কীর্ণ ভাব মিশ্রিত নয়। যে ভাবে বিভোর হইয়া মহাত্মা শাক্য সিংহ, মৈত্রী ও সাম্য মন্ত্র জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যে ভাবে মত্ত হইয়া মহাত্মা ঈশা তাঁহার শিষ্যগণকে পর সেবার্থে "অগ্রে তোমার পিতা মাতাকে পরিত্যাগ কর, তৎপরে আমার নিকটে আসিও" এই উপদেশ দিয়াছিলেন, যে ভাবে আকুল হইয়া মহাত্মা চৈতন্য ও মহাত্মা মার্টিন লুথার জগতে প্রেমধারা ও জ্ঞানামৃত বিতরণ করিয়া গিয়াছেন, যে ভাবে মগ্ন হইয়া হাউয়ার্ড-দি-ফিলানথ্রফিষ্ট, কারাগারে ভ্রমণ করিয়া স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন; যে ভাবের স্বর্গীয় প্রভায় আলোকিত হইয়া পুণ্যশীলা নাইটিংগেল কোমলপ্রাণা রমণী হইয়াও নিঃস্বার্থভাবে সমরক্ষেত্রে আহত সৈনিকগণের শুশ্রূষার্থ সদা প্রস্তুত; যে ভাবে আত্মহারা হইয়া ভগিনী ডোরা চির কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক নবীন বয়সে পিতা মাতা পরিত্যাগিনী হইতেও কুণ্ঠিত হন নাই; যে ভাবের শারদ কৌমুদী প্রভায় প্রভাম্বিতা হইয়া আজি "মুক্তি সৈনিক সম্প্রদায়স্থ" রমণীগণ, সর্ব্বত্যাগিনী বিশ্বসেবাব্রতধারিণী দেবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই মহাভাবে মগ্ন না

হইতে পারিলে এই বিশ্বসেবাব্রতের গভীর মহিমা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। এ ব্রতের উপাদান স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ; নিয়ম, প্রাণান্ত কষ্ট, সহিষ্ণুতা ও সর্ব্ব প্রকার সুখ বাসনার সংযম। ইহার উদ্‌যাপন দ্বাদশ বৎসর কিম্বা চতুর্দ্দশ বৎসরে সম্পন্ন হয় না, যতদিন প্রাণ থাকিবে, প্রাণান্ত চেষ্টায় ইহার নিয়ম পালন করিতে হইবে। এ ব্রতে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ কিম্বা ব্রাহ্মণী, দানের পাত্র নহেন, ইহাতে সমস্ত মানব ব্রাহ্মণ, সমস্ত মানবী ব্রাহ্মণী; এ ব্রতে পণ্ডিত মূর্খ, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বিচারের অধিকার নাই। বড় কঠিন ব্রত, যখনই যাহার সেবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবে, অক্ষুব্ধচিত্তে তাহারই সেবার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। তোমার সেবার পাত্র অন্ধ হউন, খঞ্জ হউন, যক্ষ্মাকাশগ্রস্ত হউন, অথবা পূতিগন্ধময় কুষ্ঠরোগগ্রস্তই হউন, তোমাকে নির্ব্বিকারচিত্তে, অচল অটল হৃদয়ে সমভাবে সকলকে ক্রোড়ে স্থান দিতে হইবে। এ ব্রতে সমস্ত জগৎবাসী মানব পিতৃ মাতৃস্থানীয়, যাবতীয় বালক বালিকা সন্তান স্থানীয়, সমগ্র যুবক ভ্রাতৃ স্থানীয় এবং সমস্ত যুবতী ভগ্নী স্থানীয়। সকলেই সমান শ্রদ্ধা, সমান স্নেহ, সমান ভক্তি ও প্রীতির পাত্র। পক্ষপাতদৃষ্টি ও আত্মজ্ঞান এ ব্রতের সর্ব্বপ্রারম্ভেই উৎসর্গ করিতে হইবে। বড় কঠিন, বড় কঠিন, ইহা অপেক্ষা কঠিনতর ব্রত জগতে আর দ্বিতীয় নাই। যে ব্রত এত কঠিন, যে ব্রতের উৎসর্গ আত্মসুখবাসনাসংযম, প্রাণান্ত কষ্টসহিষ্ণুতা, উদ্‌যাপন মৃত্যুকালে, যে ব্রতের সহিত সমস্ত জগতের সম্বন্ধ—কোমলপ্রাণা সুখবাসনাপূর্ণ চঞ্চলমতি রমণী কি তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে? স্বার্থই যাহাদের প্রাণের একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই স্বার্থের সহিত যখন ইহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তখন কি রমণী তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া এ ব্রত অখণ্ডভাবে পালন করিতে সমর্থ হইবে? হাঁ আমি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছি—রমণী নিশ্চয়ই এব্রত ধারণ করিতেপারিবে। রমণীই এ ব্রতের প্রকৃত অধিকারিণী। রমণী ভিন্ন বিশ্ব সেবা ব্রত অখণ্ড ভাবে সম্পূর্ণভাবে কখনও সাধিত হইতে পারি না। তুমি সংশয়-বাদী, নীচ স্বার্থপরতায় কলুষিতহৃদয়, নারীচরিত্রের দোষান্বেষী, রমণীচরিত্রের প্রকৃত মর্ম্মানভিজ্ঞ দাম্ভিক পণ্ডিত, তুমি রমণীকে উপেক্ষা ও সকল বিষয়ে অযোগ্য বিবেচনা করিতে পার, কিন্তু ইহা দিবালোক অপেক্ষাও স্পষ্টতর সত্য যে জগতের কোন মহৎ কার্য্যই আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয় নাই। স্ত্রীলোকের মহত্ব ভিন্ন মানব-সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না। এক্ষণে আমরা ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব যে বিশ্বসেবা কার্য্য স্ত্রীলোক ভিন্ন

কখনই উত্তমরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। অনুধাবন করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই বোধ হইবে যে, বিশ্বেশ্বর তাঁহার বিশ্বরাজ্যের যাবতীয় জীব-জগতের সেবা কার্য্যের ভার স্ত্রী জাতির উপরেই অর্পণ করিয়াছেন। পশুপক্ষী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ জীবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেও তাহাই বোধ হয়। ইহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে সন্তানের লালনপালন কার্য্য প্রায় সমস্তই স্ত্রী পশু ও স্ত্রী পক্ষীগণের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাবতীয় পুংপশু অথবা পুংপক্ষী আপনাকে লইয়াই ব্যস্ত। গাভীগণ ও পক্ষীগণ, তাহাদের বৎস ও শাবকের জন্য কি প্রকার গভীর স্নেহ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। বিধাতা, জীব জগতের সেবা কার্য্যের জন্য স্ত্রীজাতির হৃদয় ও শরীর তদুপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেবা কার্য্যের জন্য যাহা যাহা বিশেষ উপযোগী যথা :—কোমলতা, মধুরতা, স্নেহ, অনুরাগ ও আত্ম-সুখবাসনা-শূন্যতা, বিধাতা তৎসমুদায়ই স্ত্রীজাতিকে অধিক পরিমাণে প্রদান করিয়াছেন। ঐ যে মানব শিশু প্রসব-গৃহে পদ সঞ্চালন করিয়া স্বর্গীয় খেলা খেলিতেছে, সুধামাখা হাসিতে দর্শক বৃন্দের মন কাড়িয়া লইতেছে, কাহার প্রসাদে কাহার প্রাণভরা যত্নে, ঐ শিশু জীবন ধারণ করিতেছে? অদূরে ঐ যে দেবীমূর্ত্তি দেখিতেছ, জলন্ত স্নেহ প্রতিমা অবলোকন করিতেছ, তাঁহারই যত্নে তাঁহারই প্রসাদে ঐ শিশু এত খেলা খেলিতেছে। আবার ঐ যে যখন সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় অধীর হইয়া প্রাণান্ত ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া চারিদিক আঁধার দেখ, মানব, তখন ভাবিয়া দেখ সেই দারুণ যন্ত্রণার সময় কাহার নিকট আসিয়া প্রাণে শান্তি পাও। কে তখন আবার এই উত্তপ্ত মরুভূমিবৎ সংসারকে সুশীতল শান্তিনিকেতনে পরিণত করিয়া দেয়? তখন মায়ের সেই স্নেহমাখা সম্ভাষণ, ভগ্নীর সেই প্রীতিমাখা যত্ন, প্রণয়িনীর সেই প্রেমময় আলিঙ্গন ভিন্ন কিসে তোমার দগ্ধ প্রাণ শীতল করিতে পারে? ঐ যে তাঁহারা তোমার সেবার জন্য, তোমার উপকারের জন্য, তোমার আহারের জন্য যাবতীয় উপকরণ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের মনে এখন সমগ্র চিন্তা, পাছে তোমার কোন কষ্ট তোমার সেবার কিছু ত্রুটি হয়; তাহা হইলে তাঁহাদের যে, মনে আর দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। তাই কোন মহাত্মা বলিয়াছেন যে, যাহার গৃহে মা নাই ও প্রেমময়ী প্রিয়-বাদিনী প্রণয়িনী নাই, তাঁহার পক্ষে গৃহ ও অরণ্য একই। একথা প্রত্যেক অক্ষরে অক্ষরে সত্য। (ক্রমশঃ)

মহর্ষি ঈশা ও তাঁহার উপদেশ।

১৮৮৮ বৎসর পূর্ব্বে তুরস্ক দেশের অন্তঃপাতী জুডিয়া প্রদেশের বেথলহাম নামক স্থানে মহর্ষি ঈশার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম যোজেফ ও মাতার নাম মেরী। এই সময়ে হেরড নামক এক দুর্বৃত্ত নৃপতি রোম সম্রাটের অধীনে জুডিয়ার রাজা ছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়াছিলেন যে ইহুদীদের যে রাজা হইবে, সে বেথলহামে জন্মিয়াছে। এই সংবাদে ভীত হইয়া হেরড বেথলহাম-জাত ২ বৎসর বা তাহার ন্যূনবয়স্ক সকল শিশুকে হত্যা করেন। ঈশার পিতা মাতা এই হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বেই শিশুকে লইয়া মিসরে পলায়ন করেন। হেরডের মৃত্যুর পর যোজেফ স্ত্রী পুত্র লইয়া জুডিয়াতে ফিরিয়া আসেন এবং নিজারেথ নামক গ্রামে বাস করেন। ইনি সূত্রধার ব্যবসায়ী ছিলেন, সম্ভবতঃ ঈশা বাল্যকালে পিতৃব্যবসায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা বা বাল্য জীবন সম্বন্ধে প্রায় কোন বিবরণই পাওয়া যায় না। তিনি অল্প বয়সেই ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার জীবন চরিতের এক স্থানে বর্ণিত আছে, যখন তাঁহার বয়স ১২ বৎসর মাত্র, তিনি ইহুদী দেবমন্দিরে শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া পুরোহিতদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ৩০ বৎসর, তখন তিনি ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হন এবং ৩ বৎসর, মাত্র এই কার্য্য করিতে করিতে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া হত হন। তাঁহার জীবনের ৩ বৎসরের কার্য্যের বিবরণই "সুসমাচার" বলিয়া বাইবেল ধর্ম্ম গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তিনি ১২ জন লোককে আপনার শিষ্য বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে লইয়া "ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে" বলিয়া নানাস্থানে ঘোষণা করিয়া বেড়ান। তাঁহার জীবন অতি পবিত্র ছিল, এবং লোকের হিতসাধন কার্য্যে তিনি নিয়তই রত হইতেন। তিনি যে একজন মহাযোগী ছিলেন, তাহারও সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে ৪০ দিন ৪০ রাত্রি অনাহারে অরণ্য মধ্যে তপস্যা করিয়াছিলেন, বর্ণিত আছে। অন্য সময়েও যখনি অবসর পাইতেন, নির্জ্জনে পর্ব্বতপ্রদেশে ধ্যানধারণা ও ঈশ্বর সাধনার জন্য প্রস্থান করিতেন। জন বাপ্‌টিষ্ট ইহার ধর্ম্ম গুরু বলিয়া উল্লিখিত। ঈশা আপনাকে ইহুদীদিগের রাজা বলিয়া পরিচয় দিতেন। তিনি আরও আপনাকে প্রাচীন বাইবেল উল্লিখিত ত্রাণকর্ত্তা বলিতেন। এই জন্যই ইহুদীদিগের পুরোহিতগণ তাঁহার ঘোর শত্রু হন ও শাস্ত্র বিধিমতে তাঁহাকে মৃত্যু দণ্ডাই বলিয়া স্থির

করেন। জুডাস্ নামে ঈশার এক প্রিয় শিষ্য ৩০ টাকা উৎকোচ পাইয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে ধরাইয়া দেন। পাইলেট নামক এক ব্যক্তি রোমান্ দিগের গবর্ণর ছিলেন, তাঁহার নিকট ঈশার বিচার হয়। বিচারক তাঁহাকে বিশেষ অপরাধের অপরাধী বলিয়া বিশ্বাস না করিলেও ইহুদীদিগের সন্তোষ বিধানার্থ তাহাদিগের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করেন। ধর্ম্মান্ধ ইহুদীরা মহর্ষি ঈশাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা, নিন্দা ও অবমাননা করিয়া দুই জন চোরের সহিত ক্রুশ কাষ্ঠে প্রেক বিদ্ধ করিয়া বধ করিল। ঈশা মরণ কালে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন "পিতঃ! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে, জানে না।"

মহর্ষি ঈশাকে জীবদ্দশায় ধর্ম্মান্ধ লোকে যেমন ভয়ঙ্কর উৎপীড়ন করিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর আবার অন্ধবিশ্বাসী লোকে সেইরূপ তাঁহাকে স্বয়ং ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজা করিতেছে। যাহা হউক বর্ত্তমান কালের সভ্যজগৎ তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং পৃথিবী জুড়িয়া তাঁহার নাম বিস্তৃত হইয়াছে, ইহাতে তিনি যে একজন অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন কে না স্বীকার করিবেন? তিনি একজন ঈশ্বর-প্রেমিক ধর্ম্মাত্মা, গভীর তত্ত্বদর্শী ঋষি ও আশ্চর্য্য নীতি-উপদেষ্টা ছিলেন, তাঁহার উপদেশ সকল আলোচনা করিলে তাহা অনায়াসে প্রতীয়মান হয়। এই উপদেশ গুলি অতি অপূর্ব্ব ও অমূল্য এবং সকল জাতীয় মনুষ্যের উপযোগী। এতদনুসারে চলিলে মনুষ্য মাত্রেই প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সাধু-চরিত্র হইতে পারেন, এবং মনুষ্য সমাজ উন্নত, পবিত্র ও শান্তিময় হইতে পারে, এজন্য এই উপদেশ গুলি পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আশা করি সারগ্রাহী পাঠক পাঠিকাগণ ইহার মর্ম্ম গ্রহণে সযত্ন হইবেন।

শৈলোপরি শিষ্যদিগের প্রতি উপদেশ।

১। দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদিগেরই জন্য।

২। শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।

৩। বিনয়ীরা ধন্য, কারণ তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে।

৪। ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত ব্যক্তিরা ধন্য, কারণ তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।

৫। দয়ালুরা ধন্য, কারণ তাহারা (ঈশ্বরের) দয়া পাইবে।

৬। নির্ম্মলচিত্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।

৭। শান্তিসংস্থাপকেরা ধন্য, কারণ তাহারা ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া অভিহিত হইবে।

৮। ধর্ম্মের জন্য নিপীড়িতেরা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই জন্য।

৯। আমার জন্য লোকে যখন তোমাদিগকে বিদ্রূপ ও উৎপীড়ন

করিবে, এবং তোমাদিগের নামে সর্ব্ব-প্রকার মিথ্যাপবাদ রটনা করিবে, তখন তোমরা ধন্য হইবে।

১০। আনন্দ কর এবং মহোল্লাসে উল্লসিত হও, কারণ তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মাত্মারাও এইরূপে নিপীড়িত হইয়াছিলেন।

১১। তোমরা পৃথিবীর লবণস্বরূপ, কিন্তু লবণের আস্বাদন যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলে আর কিরূপে পৃথিবী লবণাক্ত হইবে? ইহা তখন আর কোন কার্য্যোপযুক্ত হইবে না, ইহা পরিত্যক্ত ও মনুষ্যের পদদ্বারা দলিত হইবার যোগ্য হইবে।

১২। তোমরা পৃথিবীর জ্যোতি। পর্ব্বত শিখরস্থ গৃহ কখনও লুক্কায়িত থাকিতে পারে না।

১৩। মনুষ্যেরা বাতি জ্বালিয়া ধামার ভিতর রাখিয়া দেয় না, কিন্তু তাহা বাতিদানের উপর রাখে এবং তাহা গৃহস্থ সমুদায় লোককে আলোক দান করে।

১৪। মানবদিগের চক্ষের সমক্ষে তোমাদের জ্যোতি এরূপ দীপ্তিমান হউক যে তাহারা যেন তোমাদের সাধু কার্য্য দর্শন করিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারে।

১৫। এরূপ মনে করিও না, আমি প্রচলিত বিধি ও ধর্ম্মশাস্ত্র সকল ধ্বংস করিতে আসিয়াছি, আমার আগমন তাহাদের ধ্বংসের জন্য নয়, কিন্তু পূর্ণতারই জন্য।

১৬। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে পর্য্যন্ত সমুদায় বিধি পূর্ণ না হইবে, পৃথিবী ও স্বর্গ চূর্ণ হইলেও সে পর্য্যন্ত তাহার বিন্দু বিসর্গ বিলুপ্ত হইবে না।

১৭। ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতম আজ্ঞাকেও যে লঙ্ঘন করিবে বা লঙ্ঘন করিতে শিক্ষা দিবে, স্বর্গে সে হতমান হইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহা পালন করিবে ও পালন করিতে শিক্ষা দিবে, স্বর্গে সে গৌরবান্বিত হইবে।

১৮। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি (স্ক্রাইব ও ফেরুসী) বিধিবাদী ও শাস্ত্রবাদীদিগের অপেক্ষা তোমাদিগের ধর্ম্মজীবন যদি উন্নত না হয়, তোমরা কোন ক্রমেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

১৯। তোমরা শুনিয়াছ প্রাচীনকালের শাস্ত্রে উক্ত আছে হত্যা করিবে না এবং যে ব্যক্তি হত্যা করিবেক, তাহাকে বিচারাধীন হইতে হইবেক।

২০। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে ব্যক্তি অকারণে ভ্রাতার প্রতি রাগান্বিত হইবেক, তাহাকে বিচারাধীন হইতে হইবেক। ভ্রাতাকে যে (রেকা) দুর্ব্বাক্য বলিবেক, তাহাকে গুরুতর দণ্ড পাইতে হইবে। ভ্রাতাকে যে নির্ব্বোধ বলিবে, তাহাকে নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে।

২১। অতএব বেদীর সম্মুখে নৈবেদ্য আনিয়া যদি স্মরণ হয়, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কিছু অভিযোগ করি-

বার আছে অর্থাৎ তাহার প্রতি তুমি কিছু অন্যায়াচরণ করিয়াছ, তাহা হইলে নৈবেদ্য বেদীর সম্মুখে রাখিয়া চলিয়া যাও, প্রথমে ভ্রাতার সহিত সদ্ভাব স্থাপন কর, পরে ফিরিয়া আসিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও।

২২। এক পথযাত্রী বিপক্ষের সহিত অবিলম্বে সন্ধি স্থাপন কর, নতুবা সে তোমাকে বিচারকের হস্তে সমর্পণ করিবে এবং তুমি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি কড়াক্রান্তি পর্য্যন্ত গণিয়া না দিলে সে স্থান হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।

২৩। তোমরা প্রাচীনকালের উক্তি শুনিয়াছ ব্যভিচার করিবে না। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে ব্যক্তি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করে সে অন্তরে ব্যভিচার করিয়াছে।

২৪। তোমার দক্ষিণচক্ষু যদি দোষী হয়, তাহাকে উৎপাটন করিয়া দূরে পরিহার কর, কারণ তোমার সমুদায় শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত না হইয়া যদি তোমার একটী মাত্র অঙ্গ বিনষ্ট হয়, তাহা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

২৫। কথিত আছে যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবে, সে তাহাকে একখানি বিবাহচ্ছেদ লিপি দিউক। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি একমাত্র ব্যভিচার দোষ ভিন্ন যে আপনার ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ব্যভিচারে প্রবর্ত্তিত করে এবং পরিত্যক্ত পত্নীকে যে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচারী।

২৬। আরও প্রাচীনকালের উক্তি তোমরা শুনিয়াছ, বৃথা শপথ করিও না, কিন্তু প্রভুর নিকট যে শপথ করিবে, তাহা পালন করিও। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি আদৌ শপথ করিও না। স্বর্গের নামে শপথ করিও না, কারণ ইহা ঈশ্বরের সিংহাসন। পৃথিবীর নামে শপথ করিও না, কারণ ইহা ঈশ্বরের পাদপীঠ। (জেরুজলমের) পুণ্য তীর্থের নামে শপথ করিও না, কারণ ইহা বিশ্বপতির (মহারাজের) অধিষ্ঠান ভূমি।

২৭। মাথার দিব্য করিও না, কারণ তুমি তোমার মস্তকের একগাছি কেশকে শাদা কিম্বা কাল করিতে পার না।

২৮। অতএব তোমার বাক্য যেন হাঁ কিম্বা না এই মাত্র হয়। ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহাই বৃথা।

২৯। প্রাচীনকালের উক্তি তোমরা শুনিয়াছ, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অত্যাচারের পরিবর্ত্তে অত্যাচার করিও না। তোমার দক্ষিণ গণ্ডে যদি কেহ চপেটাঘাত করে, বামগণ্ডও তাহার নিকট পাতিয়া দেও।

৩০। কোন ব্যক্তি যদি আদালতে তোমার নামে অভিযোগ করে এবং

তোমার কোরতা লইয়া যায়, তোমার গা-জামাও তাহাকে দেও।

৩১। যে ব্যক্তি তোমাকে অর্দ্ধক্রোশ যাইতে বাধ্য করে, তাহার সহিত এক ক্রোশ পথ যাও।

৩২। যে তোমার নিকট যাহা চায়, তাহাকে তাহা দেও। কেহ তোমার নিকট ধার চাহিতে আসিলে তাহাকে বিমুখ করিও না।

৩৩। তোমরা শুনিয়াছ কথিত আছে, তোমার প্রতিবাসীকে ভাল-বাসিবে ও শত্রুকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি তোমাদিগের শত্রুদিগকে ভাল বসিবে, যাহারা অভিসম্পাত করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে; যাহারা ঘৃণা করে, তাহাদের উপকার করিবে এবং যাহারা তোমাদিগকে হিংসা করে ও পীড়ন করে, তাহাদিগের কল্যাণ প্রার্থনা করিবে।

৩৪। ইহা হইলে তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার উপযুক্ত সন্তান হইবে। দেখ তিনি তাঁহার সূর্য্যকে পাপী ও পুণ্যবানের গৃহে উদিত করেন এবং সাধু ও অসাধু উভয়েরই জন্ত তাঁহার বৃষ্টিকে প্রেরণ করেন।

৩৫। যাহারা তোমাদিগকে ভাল বাসে, তোমরা যদি কেবল তাহাদিগকে ভালবাস, তাহাতে তোমাদিগের আর গৌরব কি? ইতর লোকেরা কি এরূপ করে না?

৩৬। যদি তোমরা তোমাদের ভ্রাতাদিগকেই কেবল অভিবাদন কর, অন্তের অপেক্ষা অধিক আর কি করিলে? ইতর লোকেরা কি ইহা করে না?

৩৭। অতএব তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন পূর্ণ, তোমরা সেইরূপ পূর্ণ হও।

মৃত্তিকাভোজী জাতি।

ফিলাডেলফিয়ার ডাক্তার ফ্রাঙ্ক জিবেল আমেরিকার উত্তর কারোলিনা দেশে মৃগয়া করিতে করিতে এক বন্ত প্রদেশে উপনীত হন। তথাকার লোকদিগকে দেখিয়া তিনি প্রথমে জীবিত মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। তাহাদের শরীর এক একটী কঙ্কালাবশিষ্ট, তাহাতে দেহের কান্তি থাকা দূরের কথা, কিছুমাত্র মাংস আছে বলিয়া প্রতীত হইল না। ডাক্তার কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরে জানিতে পারিলেন ইহারা প্রায় পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে না, মৃত্তিকা ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করে। মৃত্তিকা খাইয়া লোকে কেমন করিয়া বাঁচে এবং

কেনই বা ইহারা মৃত্তিকা খায়, তাহা জানিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন। পরে অবগত হইলেন ইহারা যে সে মৃত্তিকা খায় না, তত্রত্য নদীগর্ভ হইতে এক প্রকার মৃত্তিকা আনিয়া ভক্ষণ করে। প্রতিদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বত শৃঙ্গ হইতে বরফ গলিতে আরম্ভ করে, সেই গলিত জলরাশি স্রোতে বহিয়া পাহাড়ের পার্শ্বদেশ ধুইয়া লইয়া যায়। এই ধোয়াটি নদীগর্ভে গিয়া পড়ে। যখন জল চলিয়া যায়, তখন উপত্যকা ভূমিতে তাল তাল হইয়া কাদা জমিয়া থাকে। দেশবাসীরা এই কাদা যত্ন করিয়া গৃহে আনে এবং লোলুপ হইয়া ভক্ষণ করে। দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা ইহা অধিক খাইয়া থাকে। এই মৃত্তিকা ভক্ষণে তত্রতা লোকদিগের কত আগ্রহ, তাহা একটী দৃষ্টান্তে বুঝা যাইতে পারে। ডাক্তার নিজে দেখিলেন এক বাটীতে একখানি টেবিলের পায়ার সহিত একটী ছোট বালকের পা বাঁধা রহিয়াছে এবং সে কান্নাকাটি করিতেছে। সেই টেবিলের উপরে রুটী, মাংস ও গোল আলু সিদ্ধ সাজান রহিয়াছে। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিতে পারিলেন, ছেলেটী মৃত্তিকা খাইবার জন্য ধুম করিতেছিল, রুটী তরকারী প্রভৃতি খাইতে চায় না। তাহার মাতা কিছুতে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

সুখাদ্য দ্রব্য ফেলিয়া মৃত্তিকা খাইতে মানুষের যে এত আগ্রহ হয়, ইহার অবশ্য কিছু নিগূঢ় কারণ আছে। ডাক্তার ফ্রাঙ্ক ও অধ্যাপক টিগান সেই নদীগর্ভস্থ মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ইহার মধ্যে সেঁকো বিষ (arsenic) আছে। পর্ব্বতবাসী অনেক জাতি অনেক স্থানে এই বিষ কোন না কোন আকারে ভক্ষণ করে, তাহাতে শরীরের স্ফূর্ত্তি হয় এবং পাহাড়ে উঠিবার বল পায়। এই বিষে চক্ষু ও মুখ কিছু রক্তাভ করিয়া তাহাদের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করে, এজন্য সুইটজর্লণ্ড, জর্ম্মণি ও স্কাণ্ডিনেবিয়ার কৃষক বালিকারা ইহা ভক্ষণ করে। ইহা বাতস্থ এবং পালাজ্বরেরও মহৌষধ। ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল প্রদেশের লোকেরা বহুকাল এই জ্বরে ভুগিতেছিল, তথায় তামার কারখানা হইয়া অবধি রোগ অদৃশ্য হইয়াছে। ইহার কারণ তামার সঙ্গে এই বিষ থাকে এবং কারখানা দ্বারা ইহার ধোঁয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া রোগের শান্তি করিয়াছে। যাহাহউক "বিষস্য বিষমৌষধং" হইলেও বিষ সুস্থ শরীরের পক্ষে অপকারী। মৃত্তিকাভোজী জাতি নেশার বশে মৃত্তিকার সঙ্গে অধিক পরিমাণে বিষ খায়, সেই জন্য তাহারা এত শীর্ণ ও নিস্তেজ!

প্রথম তারের খবর।

কিঞ্চিদধিক ১০০ বৎসর হইল, আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন সপ্রমাণ করেন যে বিদ্যুৎ ও তাড়িত একই পদার্থ। কিন্তু তৎপরে অনেকদিন চলিয়া যায়, তথাপি তাড়িতকে কেহ জন সাধারণের হিতকর কার্য্যে খাটাইয়া লইতে পারেন নাই। আমেরিকাবাসীরাই আবার সর্ব্বপ্রথমে গগনবিহারিণী বিদ্যুল্লতাকে দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত করেন অর্থাৎ ইহা দ্বারা তারের খবর চালাইবার কৌশল আবিষ্কার করেন। ১৮৪৪ সালের ১লা মে সর্ব্ব প্রথম টেলিগ্রাম অর্থাৎ তারের খবর চলে, ইহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য। এখনত ইংরাজ জাতি ৫০০০ মাইল দূরবর্ত্তী ইংলণ্ডে বসিয়া তারযোগে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন, এখনত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর এক পিঠ হইতে অন্য পিঠে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এখনত পরস্পরের সংবাদ পরস্পরকে জানাইবার জন্য স্থানের ব্যবধান মানিতে হয় না; কিন্তু ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ কথা শুনিলে স্বপ্ন বোধ হইত। অন্য লোকের কথা দূরে থাকুক, আমেরিকার কৃতবিদ্য সমাজও ইহা পাগলামির কথা বলিয়া হাস্য করিতেন। ৫০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কি যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে!

১৮৪৪ সালের ১লা মে ওয়াসিংটন ও আনপালিস জংসনের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম তারের সংবাদ চলে। অধ্যাপক মর্শ ও ভেল সাহেব এই যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেন। অধ্যাপক মর্শ ওয়াসিংটন নগরের একটী গৃহে আপনার তাড়িত যন্ত্রের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া উৎসুক নেত্রে বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ তাহাতে "টক্ টক্" শব্দ হইল। তিনি এক খণ্ড কাগজ লইয়া কি লিখিতে লাগিলেন, লেখা শেষ হইল উপস্থিত বন্ধুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

"মহাশয়গণ, সভা স্থগিত হইয়াছে, এই সংবাদ লইয়া বাল্‌টিমোর হইতে ওয়াসিংটনে প্রতিনিধিগণ আসিতেছেন। তাঁহাদের ট্রেণ এই মাত্র আনাপোলিস জংসন ছাড়িল। টিকিটে কাহার কাহার নাম উঠিয়াছে সে বিষয়ে ভেল সাহেব তারযোগে যে সংবাদ দিয়াছেন তাহা এই—"ক্লে এবং ফ্রেলিংহয়সেন।"

উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলিলেন "ক্লে উচ্চ স্থান পাইবেন অনায়াসে অনুমান করা যায়, কিন্তু ফ্রেলিংহয়সেন কোন্ সয়তান?" মর্শ বলিলেন "আমি আর কিছু জানি না, এই মাত্র জানি প্রতিনিধিগণকে লইয়া যে ট্রেণ আসিতেছে, তাহার নিকট হইতে ৫ মিনিট পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া ভেল সাহেব আমার নিকট এই নাম পাঠাইয়াছেন।"

জংসন ও ওয়াসিংটন ২২ মাইল পথ,

অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিলেও ট্রেণ আসিতে ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। ওয়াসিংটনে ট্রেণ পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্বে "তারের খবর" বলিয়া সংবাদ পত্রের ক্রোড়পত্র বাহির হইয়াছে। "তারের খবর" নূতন ব্যাপার, রাস্তায় রাস্তায় কাগজে মারা, বালকেরা তাহা লইয়া চিৎকার করিতেছে। ষ্টেসনে লোকে লোকারণ্য। প্রতিনিধিরা প্রত্যেকে এই সংবাদ প্রথম দিবেন বলিয়া ব্যস্ত হইয়া ট্রেণ হইতে বাহির হইতেছেন, দেখিয়া অবাক্—সংবাদ অগ্রেই আসিয়া নগরময় প্রচারিত হইয়াছে। কোন্ ভূতে এত শীঘ্র সংবাদ আনিয়া দিল ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহারা জংসন পর্য্যন্ত তার টাঙ্গান দেখিয়া কোনও পাগলের কাণ্ড বলিয়া হাস্য পরিহাস করিতে করিতে আসিতেছিলেন, এখন "তারের খবর" ছাপার অক্ষরে ইহা মুদ্রিত এবং তাহার নিম্নে তাঁহাদিগের আনীত সংবাদও মুদ্রিত, ইহা দেখিয়া হতজ্ঞান হইলেন।

উল্লিখিত প্রতিনিধিগণের মধ্যে ইলিনইসের বর্ত্তমান কনগ্রেস প্রতিনিধি অনরেবল রালফ্ প্লেগ একজন ছিলেন, অদ্যাপি জীবিত আছেন। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন, "প্রথম তারের সংবাদদাতা ভেল সাহেবের পুত্র ঘটনা সম্বন্ধে ঠিক্ বিবরণ জানিতে উৎসুক হওয়াতে আমি তাহা প্রদান করিলাম। ৪৪ বৎসরের মধ্যে কি অদ্ভুত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলাম। যে তার প্রথম টাঙ্গান দেখিয়াছিলাম, এখন সেই তারে সমুদয় সভ্য দেশকে ছাইয়াছে !!!"

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৯। রস বিনা বাহ্যজগৎ নাই, রস বিনা আধ্যাত্মিক জগৎও নাই। জল বাহ্যজগতের রস, প্রেম আধ্যাত্মিক জগতের রস। এই পৃথিবীর বাসগৃহনির্ম্মাণে ও জীবনরক্ষার্থে যেরূপ প্রচুর জল আবশ্যক, আত্মার গৃহনির্ম্মাণ ও জীবন রক্ষার্থ সেইরূপ প্রচুর প্রেম আবশ্যক।

২০। আনন্দময়ের আনন্দ অসংখ্য কণারূপ ধারণ করিয়া অসংখ্য জীবের আনন্দ সম্পাদন করিতেছে!

২১। যিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি প্রতিক্ষণে ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক নির্জ্জীব ও সজীব পদার্থে শক্তি দান করিতেছেন, অথচ তিনি সদা পূর্ণশক্তি, যেমন তেমনি আছেন। অনন্তশক্তির কি ক্ষয় আছে? ক্ষুদ্র মানবাত্মারও আধ্যা-

স্থিক বলের ব্যয়ে ক্ষয় দেখিতে পাই না।

২২। কিসের জন্ত পক্ষীদিগের সৃষ্টি! তাহারা কি নদীকূলে, কি প্রসারিত প্রান্তরে, কি শস্তপূর্ণ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে, কি পর্ব্বতশিখরে গিরিকাননে বন উপবনে, কি সুসজ্জীভূত মনোরম উদ্যানে সর্ব্বত্রই তাহাদের মধুময় কণ্ঠরবে মনঃ প্রাণ হরণ করিয়া তোমারই অমৃতময় চরণে লইয়া যায়! ভক্তদিগের প্রাণে অমৃত দান করিবার এ আবার তোমার কি কৌশল? হা করুণাময়, ধন্ত তোমার করুণা।

২৩। নানাপ্রকার বাহ্যশোভা যেমন আমাদিগকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়, সেইরূপ সাধুজীবনের সৌন্দর্য্যও প্রাণকে তাঁহার সহিত সম্মিলিত করে।

২৪। গুণময়কে গুণ দ্বারাই জানা যায়। সে গুণ জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস।

২৫। অন্তরের চক্ষু দ্বারা দর্শন করাই বিশ্বাস।

২৬। ঈশ্বরের সহিত প্রেমবন্ধনই আমাদের মুক্তি, তাঁহার প্রেমবন্ধনে যত বদ্ধ হইবে, তত আর আর বন্ধন শিথিল হইতে থাকিবে।

২৭। ঈশ্বর নিজের জন্ত আমাদিগের নিকট কিছুই চাহেন না। যাহা চাহেন, তাহা আমাদিগেরই মঙ্গলের জন্ত।

২৮। যিনি পূর্ণস্বভাব ও অপাপবিদ্ধ, তাঁহার চক্ষে অপূর্ণ হইয়া কি প্রকারে নির্ম্মল হইব? দাও প্রাণ মন, দাও চিত্ত ধন তাঁহার চরণে, আসিবে তাঁহার শক্তি তোমার প্রাণে, হইবে তুমি নির্ম্মল তাঁহারই গুণে, ইহজীবনে কিম্বা অনন্ত জীবনে।

নূতন সংবাদ।

১। লেডী ডফরিণকে অভিনন্দন দিবার জন্ত পঞ্জাব রমণীগণ গত ২রা অক্টোবর এক সভা করেন। তাঁহারা এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্ত এক মহিলা সমিতি নিযুক্ত করিয়াছেন। বঙ্গমহিলাগণ কি করিতেছেন? এ বিষয়ে তাঁহাদেরই দৃষ্টান্ত স্বরূপ হওয়া উচিত ছিল।

২। সে দিন কানপুরে এক সহমরণ হইয়াছে। আবার অযোধ্যার বাঢ় নামক গ্রামে সম্প্রতি একটী স্ত্রীলোক স্বামীর সহমৃতা হইয়াছেন। কানপুরের রমণীর আত্মীয় বন্ধুগণ কোন উৎসাহ দান করেন নাই, কিন্তু অযোধ্যার স্ত্রীলোকের আত্মীয়েরা না কি এ কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকটী অগ্নিশিখার মধ্যে স্থিরভাবে বসিয়া দেহান্ত করিয়াছেন!

৩। জর্ম্মণ সম্রাট পোপ কর্ত্তৃক

অতি সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছেন। ইটালীরাজ হম্বার্টও তাঁহার যথোচিত সমাদর করিয়াছেন।

৪। সিন্ধুদেশের আলী মুরাদ খাঁ এবং অযোধ্যার রাজা মহম্মদ আমীর হোসেন খাঁ বাহাদুর প্রত্যেকে কাউণ্টেস ডফরিণ ফণ্ডে ৫০০০৲ টাকা দিয়া জাতীয় সভার আজীবন কৌন্সিলর হইয়াছেন।

৫। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের অন্যতম জজ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৬। ইংলণ্ডেশ্বরী কোচবেহার মহারাজার কনিষ্ঠপুত্রের ধর্ম্মমাতা হইয়াছেন এবং তাঁহার নাম প্রিন্স বিক্টর হইয়াছে।

৭। উড়িষ্যার অনেকস্থানে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্যের ব্যবস্থা হইতেছে। পুরীর মহারাণী সূর্য্যমণি অন্নকষ্ট নিবারণার্থ ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৮। স্পেনে সুন্দরী প্রদর্শন হয়, তাহাতে ২৫টী রমণী উপস্থিত হন। ১ম পুরস্কার একটী ফরাসী, ২য় বেলজীয়, ৩য় অষ্ট্রীয় ও চতুর্থ ডচ রূপসী প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৯। আমেরিকার ডেমক্রেট সংবাদপত্র লিখিয়াছেন, পণ্ডিতা রমাবাই বিধবাশ্রম ফণ্ডের জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহা আশার কথা বটে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। দুখানি ছবি—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ৸০ আনা। গ্রন্থকার তাঁহার "মা ও ছেলে" পুস্তক দ্বারা সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান পুস্তক খানি উপন্যাস—উচ্চদরের না হইলেও ইহা নির্দ্দোষ এবং সুপাঠ্য। ইহাতে বিধবা প্রেমবালার ব্রহ্মচর্য্যের যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে তাহা সুন্দর। গ্রন্থের অনেক স্থানে সমাজ ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের মতের বিশুদ্ধতা এবং হৃদয়ের প্রশস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়।

২। প্রবন্ধাঙ্কুর—বিদ্যানন্দ কাটী নিবাসিনী শ্রীমতী কুমুদিনী রায় প্রণীত, মূল্য ✓০ আনা। বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্ত্রীলোক লিখিত রচনার উৎসাহদানার্থ বার্ষিক যে ৩০৲ টাকা পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই প্রবন্ধটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়াতে ইহার রচয়িত্রী এ বৎসর সেই পারিতোষিক লাভে সমর্থ হইয়াছেন। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগকে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, লেখিকা বেশ বিজ্ঞতা ও দক্ষতার সহিত তাহার সমালোচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক পাঠিকার ইহা এক একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য।

৩। ললনা সুহৃদ—গ্রন্থকারের সহিত

মত বিষয়ে অনেকস্থলে অনৈক্য হইলেও আমরা অবশ্য স্বীকার করিব, এই পুস্তক প্রণয়নে তিনি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এ প্রকার আলোচনায় অনেক উপকারের সম্ভাবনা।

বামা রচনা।

স্ত্রী শিক্ষা।

সময়ে সকল বিষয়েই পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। যে বঙ্গদেশে পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে বামাগণ পিতা মাতা এবং অন্যান্য অভিভাবকের নিন্দার ভয়ে বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন না, সে বঙ্গদেশ আজ নবভাব ধারণ করিয়াছে। এখন কেহ স্বীয় ভগ্নী বা স্ত্রীকে পুস্তক পাঠ করিতে বা রচনা করিতে দেখিলে নিন্দা করেন না বা অনিষ্ট আশঙ্কা করেন না। প্রত্যুত অনেকে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করেন। এখন দেখা যাইতেছে যে গ্রামে গ্রামে স্ত্রী শিক্ষার উপায় সংস্থাপিত হইতেছে এবং যে সকল স্থানে জ্ঞানালোক পূর্ব্বে কখনও প্রবেশ করে নাই, সে সকল স্থান নূতন মূর্ত্তি প্রদর্শন করিতেছে, পূর্ব্বের ধারণা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে এবং লোকের মত দিন দিন উন্নত হইতেছে।

বহুদিনাবধি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বঙ্গদেশে বাদানুবাদ চলিয়াছে। স্বর্গীয় মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অনেকের মনের ভাব পরিবর্তন করিয়া দেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাঁহারা এ প্রশ্নে কিঞ্চিৎ সময় ব্যয় করিয়াছেন তাঁহারা সকলে বলিয়াছেন যে স্ত্রী শিক্ষা আবশ্যক এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উৎপাদন করে। কবিবর মিল্‌টন্, যিনি স্ত্রী জাতিকে হীন এবং নীচ ("Inferior and subordinate class") জ্ঞান করিতেন এবং স্বীয় অমর রচনায় বলিয়াছেন

"He, for God only; she, for God in him.

Par. Lost IV 299.

স্বয়ং বলিয়াছেন যে স্বামী স্ত্রীর সহিত জ্ঞানের ও ধর্ম্ম জীবনের কথা আলোচনা করিবেন ইহাই বিবাহের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বীয় কন্যাদিগকে তিনি কখনও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে প্রবিষ্ট করেন নাই, গৃহে শিক্ষা দিতেন।

স্ত্রী শিক্ষা-বিরোধীদিগের শিক্ষিতা মহিলাগণের নামে অভিযোগ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত নহে। অভিযোগ গুলিতে একদেশদর্শিতা, মত-পক্ষপাতিতা ও দৃষ্টফল গ্রহণের সঙ্কোচভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতে হয়। স্ত্রী শিক্ষার ফল সর্ব্বত্র

মঙ্গলজনক নহে স্বীকার করি, কিন্তু সে দোষ স্ত্রীলোকের নহে, তাহার শিক্ষার। অধিকাংশ বালিকা বোধোদয়ের অধিক কোন পুস্তক বিবাহের পূর্ব্বে পড়িতে পায় না এবং বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের পাঠশিক্ষা একরকম বন্ধ হইয়া যায়। পরে তাহারা কুভক্ষ্য ভক্ষণে সময় নষ্ট করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত করে। তাহারা উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক পাঠ করে কি না অভিভাবকেরা তাহা দেখেন না।

আমাদের দেশ ক্রমে গরিব হইতেছে। অর্থ উপার্জ্জন করা শক্ত হইয়া পড়িতেছে। "বাবুদের" আফিসে সারা দিন দাসত্বের পর ভগ্নী, কন্যা বা স্ত্রীর শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি করিবার অবসর থাকে না এবং ইচ্ছাও হয় না। সকলেই মনে জানেন যে উচ্চশিক্ষার কি সুখময় ফল, কিন্তু সে শিক্ষা হিন্দুরমণীর কিরূপে হইতে পারে? বিবাহের পর পিতা মাতা বিদ্যালয়ে যাইতে দিবেন না, গৃহে থাকিলেও পাঠে মন যায় না। খৃষ্টান্ শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলে তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়া সমস্ত সময় কাটাইতে চাহেন, এজন্য অনেক ভদ্র লোক কুলবধূদিগকে তাঁহাদের নিকট শিক্ষা লইতে দেন না। আমাদের দেশে স্ত্রী শিক্ষা ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে সত্য বটে, কিন্তু এখনও হিন্দু মহিলাদিগকে হিন্দুয়ানী রক্ষা করিয়া উচ্চ শিক্ষা দিবার উপায় বাহির হয় নাই। সময়ের ভাব দেখিয়া বুঝা যাইতেছে যে ক্রমে প্রাচীন সংস্কার নষ্ট হইতেছে, কিন্তু তত্রাপি প্রায় কোন হিন্দু স্বীয় কন্যা বা স্ত্রীকে বিবাহের পর বিদ্যালয়ে পাঠাইতে চাহেন না। ইহার পরিণাম এই হয় যে অনেকেরই শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে এবং উহাতে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। হিন্দু রমণীদিগকে সহজে উচ্চ শিক্ষা দিবার উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক।

উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন সম্পূর্ণ আছে সন্দেহ নাই। বিদ্যানুশীলনে অসীম আনন্দ লাভ করা যায় এবং শরীর সেইরূপ স্ফূর্ত্তিমান এবং মন ও আত্মা উৎসাহিত হয়। বলা বাহুল্য যে এতদ্দ্বারা বল এবং সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারিলে কি স্ত্রী জীবন সার্থক হয় না? যাহাতে হিন্দু মহিলা হিন্দু থাকিয়া উচ্চ শিক্ষা করিতে পারেন এবং সেই বিদ্যার প্রভাবে নিজ নিজ সন্তান পালন এবং গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন এবং তৎসঙ্গে সামান্য সামান্য মত প্রকাশ করিয়া পৃথিবীর অবস্থা বুঝিতে পারেন, সেই চেষ্টা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য।

শ্রীমতী নলিনী সুন্দরী মিত্র।

ঠন্ঠনিয়া।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৮৭ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১২৯৫—ডিসেম্বর ১৮৮৮। | ৪র্থ কল্প ২য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন রাজপ্রতিনিধি—ভারতবর্ষের নব গবর্ণর জেনরেল লর্ড লান্স ডাউন পত্নী ও অনুচরবর্গের সহিত ১৭ই নবেম্বর লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়াছেন, আগামী ৩রা ডিসেম্বর ভারতে পদার্পণ করিবেন।

লর্ড ও লেডী ডফারীণ—লর্ড ডফারীণ ব্রহ্মজয় করিয়া মার্কুইস ডফারিণ ও আবার আরল উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। লেডী ডফারিণ ভারতবাসীদের হৃদয় জয় করিয়া তাঁহাদের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। উভয়ে আপনার আপনার কৃতকার্য্যের ফল লইয়া নিরাপদে স্বদেশে গমন করুন।

রমণীর দানশীলতা—(১) হুগলি জেলার অন্তর্গত বৈঁচির জমিদার শ্রীমতী কমলকামিনী দেবী স্বগ্রামে একটী অতিথিশালা স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এতদুদ্দেশে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করিবেন, এই টাকার সুদ হইতে অতিথিশালার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। ইঁহার পরলোকগত স্বামী বিখ্যাত দানশীল বাবু বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া নিজ গ্রামে একটী উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

(২) মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতার মেয়ে হাসপাতালের বাটী নির্ম্মাণার্থ

দুই হাজার টাকা এবং সিটী কলেজের গৃহনির্ম্মান ফণ্ডে দেড় হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

লেডী ডফারীণের মেয়ে হাঁসপাতাল—ইহার ফণ্ডে মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুর ২ হাজার টাকা এবং ঢাকার নবাব আসাহুল্লা খাঁ বাহাদুর ৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ফণ্ডে চাঁদা প্রায় ৭০ হাজার টাকা উঠিয়াছে। কলিকাতা ভবানীচরণ দত্তের লেনে ইহার জন্য এক খণ্ড প্রশস্ত ভূমি পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। ত্বরায় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে।

লেডী ডফারীণের অভিনন্দন—সুলভ বলেন, লেডী ডফারীণকে একটী অভিনন্দন দিবার জন্য কলিকাতায় একটী দেশীয় মহিলা-সমিতি বসিবে। বর্দ্ধমানের মহারাণী এবং মহারাণী স্বর্ণময়ীও নাকি সেই সমিতিতে যোগদান করিবেন। এ দেশের পুরুষ রমণী সর্ব্ব সাধারণের এ কার্য্যে যোগদান কর্ত্তব্য।

স্ত্রী শিক্ষা—(১) বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার ক্রফট সাহেব সমগ্র ভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে সম্প্রতি যে একটী রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে শতকরা ২ জন মাত্র বিদ্যা শিক্ষা করে! এই জন্য ষ্টেট্ সেক্রেটারী মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হউক।

(২) মহিলাবান্ধব লিখিয়াছেন, পঞ্জাবে ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীসংখ্যা দ্বিগুণ। গণনার ভুল না হইলে স্ত্রীশিক্ষায় পঞ্জাবের নিকট ভারতের আর সকল প্রদেশকেই পরাভব মানিতে হইবে।

দুর্ঘটনা—(১) ২১শে কার্ত্তিক মঙ্গলা নামক ষ্টীমার প্রায় দুই শত আরোহী লইয়া কলিকাতা হইতে শাঁকরাইল প্রভৃতি স্থানের জন্য যাত্রা করিয়া পথে মেটিয়াব্রুজ ঘাটের নিকট ক্লাইব নামক ষ্টীমারে ঠেকিয়া জলমগ্ন হইয়াছে। কেহ বলে ৮০, কেহ বলে ১৫০ জন যাত্রী মারা গিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ!!

(২) গত ১লা নবেম্বর মান্দ্রাজে যে প্রবল ঝটিকা হইয়াছিল, তাহাতে অনেক ঘর ও গাছ পড়িয়া গিয়াছে। টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়।

(৩) রুসিয়ার সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছেন। সেণ্ট পিটার্সবর্গের নিকট তাঁহারা যে বিশেষ ট্রেণে যাইতেছিলেন, তাহা রেলভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, সঙ্গী ২৩ জন লোক তদণ্ডে হত ও ৩৭ জন সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। সম্রাট সম্রাজ্ঞীও আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্ত্রী চিকিৎসক—স্ত্রী ডাক্তারের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে; পারিসে ১৮৮৮ সালের ফাক্লটি অব মেডিসিনের

সভ্যদিগের তালিকায় ১২৪ জন ছাত্রীর নাম মুদ্রিত হইয়াছে; এই সকল ছাত্রীদিগের মধ্যে একজন মার্কিন, ৮ জন ইংরাজ, ১ জন অষ্ট্রীয়, ১ জন গ্রীক, ৪০ জন রুষ মহিলা এবং উন্নতিশীলা তুরুষ্ক মহিলাও একজন আছেন।

বঙ্গীয় রমণীর প্রশংসা—সম্প্রতি লণ্ডনে এতদ্দেশীয় জানানা সম্বন্ধীয় এক সভায় রেভরেণ্ড এ, মাক্‌কেনা তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন,—"আমার নিকট বঙ্গদেশের পুরুষগণ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা অধিক সম্মানার্হ; আমি বঙ্গীয় মহিলা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভদ্রমহিলা কুত্রাপি দেখি নাই।"

দুর্ভিক্ষ—উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষপীড়িত দিগকে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য দান করা হইতেছে। আমরা যেরূপ সংবাদ পাইতেছি, তাহাতে সাহায্যের অন্য প্রকার আয়োজন আবশ্যক হইবে না।

যুক্তরাজ্যের নূতন সভাপতি—জেনারল হারিসন ক্লিবলণ্ডের স্থলে ইউনাইটেড ষ্টেটসের প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হইয়াছেন।

কুমারী নাইটিঙ্গেলের সঙ্কট পীড়া—পাঠক পাঠিকা মাত্রেই শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, বিশ্বহিতৈষিণী মিস ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল লণ্ডন হাঁসপাতালে শয্যাগত হইয়া আছেন। ক্রিমীয় যুদ্ধে আহত সৈন্যদিগকে সেবা করিতে গিয়া তিনি মেরুদণ্ডে যে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাই তাঁহার বর্ত্তমান পীড়ার কারণ। ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থ করিয়া জগতের হিতব্রতে পুনরায় নিযুক্ত করুন।

মেষবেশধারী ব্যাঘ্র—আজি কালি সংবাদপত্রে সার চার্লস ডিল্‌কের ভারত আগমন একটি [illegible]ণীয় ঘটনারূপে প্রচারিত হইতেছে। তিনি নাকি ভারতের প্রধান সেনাপতি সার এফ রবার্টের অতিথি হইবেন এবং তাঁহার সঙ্গে নানাস্থান পরিদর্শন করিবেন। এ ব্যক্তি কে? বোম্বাই গার্ডিয়েন নামক সংবাদ পত্র ইহাঁর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ইংরাজসমাজ যে জঘন্য লোকটাকে বমি করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, ভারতে সে সম্মানলাভার্থ আসিতেছে। ইনি এমন গুণপুরুষ যে এক বিশ্বস্ত বন্ধুর নববিবাহিত বালিকা স্ত্রীকে বিপথগামী করিয়া যাবজ্জীবনের জন্য তাহাকে নষ্ট করিয়াছেন! ভারতের সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মসাহস অবলম্বন করিয়া ইহার প্রতি যথোপযুক্ত বিরাগ প্রদর্শন করুন। ভারত গবর্ণমেণ্ট বড় লোক বলিয়া ইহাকে সম্মান করিলে নীতি ও ধর্ম্মের এবং তৎসঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীদিগের অবমাননা করিবেন।

বাঙ্গালীর সম্মান—ডাক্তার অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় হায়দ্রাবাদের টেঁকশালের অধ্যক্ষ হইয়াছেন।

বিজ্ঞানের বিড়ম্বনা।—সুপ্রসিদ্ধ নীতিবেদিনী ও ব্রহ্মবিদ্যা পরায়ণা কুমারী কব "কণ্টেম্‌পোরারি রিবিউ" নামক পত্রিকায় বর্ত্তমান বিজ্ঞানচর্চ্চা প্রণালীর ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রবন্ধ লিখিতেছেন। ইহাতে তাঁহার বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান আক্ষেপ—বিজ্ঞান এক দিকে ধর্ম্মের সহায় হইয়া মানবসমাজের যে মহৎ কল্যাণ করিবেন আশা দিয়াছিলেন, তাহা পালন করিতে পারিতেছেন না; অন্য দিকে সকল বিষয়ে মনুষ্যের নেতা হইবার ভান করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বে অজ্ঞতাবশতঃ তাহার প্রতি সাধারণকে বীতশ্রদ্ধ করিতেছেন, ইহাতে বিজ্ঞান ঐহিক বিষয়ে জনসমাজের মহোপকারী হইয়াও পারলৌকিক কল্যাণের পথে কণ্টক রোপণ করিতেছেন। কুমারী কবের প্রবন্ধের মর্ম্ম সময়ান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।

কুমারী ম্যানিঙ—এই ভারতহিতৈষিণী রমণী নির্ব্বিঘ্নে বোম্বাইনগরে পৌঁছিয়া তত্রত্য বিদ্যালয়াদি পরিদর্শন করিতেছেন। তিনি আগামী ডিসেম্বরে কলিকাতায় আসিবেন। বোম্বাইয়ে এক সভা করিয়া তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয়, তাহার প্রত্যুত্তরে তাঁহার ভারত আগমনের এই কয়টী উদ্দেশ্য বলিয়াছেন:—(১) এদেশের বিষয়ে যত দূর সাধ্য জানা; (২) পুরাতন বন্ধুদের সহিত পরিচিত হওয়া, নূতন বন্ধু সংগ্রহ এবং এদেশের মহিলাগণের সহিত পরিচয় লাভ; (৩) বিদ্যালয়, (বিশেষতঃ বালিকা বিদ্যালয়) ও হাঁসপাতাল প্রভৃতি সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান সকল পরিদর্শন; (৪) জাতীয় ভারত সভার শাখা সকলের কার্য্য দর্শন পূর্ব্বক তাহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা। আমরা আশা করি ভারত হিতৈষী মাত্রেই মিস ম্যানিঙকে সমাদর করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তা করিবেন।

নারীচরিত।

জননী আনা।

যে রমণী তাঁহার হিতৈষণা ও প্রজাবাৎসল্য গুণে সাধারণের নিকট, 'জননী' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পাঠিকাগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য।

আনা ডেন্মার্কের অধিপতি ৩য় ক্রিশ্চিয়ানের কন্যা, ১৫৩১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা ডোরোথিয়ার তিনি অত্যন্ত আদরের বস্তু

ছিলেন, কিন্তু কন্যার ভাবী মঙ্গলোদ্দেশে তিনি তাঁহাকে স্থশিক্ষিত করিবার জন্য একজন উপযুক্ত পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করেন। দুহিতা কেবল রাজকন্যার উপযুক্ত শিক্ষা পান, ইহা জননীর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি যাহাতে আদর্শ গৃহিণী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে পারেন, এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য শিক্ষককে অনুরোধ করেন। শিক্ষকও তদনুসারে তাঁহাকে সমুদায় গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য—এমন কি শ্রমজনক ভৃত্যের কার্য্য পর্য্যন্ত শিক্ষা দেন।

১৫৪৮ সালে সাক্সনির ইলেক্‌ট অগষ্টের সহিত আনার বিবাহ হয়। তিনি ১৫টী সন্তানের জননী হন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক একটী করিয়া ইহাদের ১১টী বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতে হইতেই মরিয়া যায়। বিবাহিত হইয়াই আনা রাজ্যের শুভচিন্তায় স্বামীর সহকারিণী হন, এবং প্রজাদিগের মানসিক ও নৈতিক উন্নতিসাধনে উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হন। তাহাদিগের হিতোদ্দেশে তিনি অনেক সময় আপনার স্থখ স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন করেন এবং বিশ্বাস, ধৈর্য্য ও ঈশ্বরনিষ্ঠার জীবন্ত দৃষ্টান্ত তাহাদিগের নিকট প্রদর্শন করেন। এই কারণে প্রজারা তাঁহাকে 'রাজ্যের জননী' বলিয়া ডাকিত।

আনা একদিকে স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া দেশে বিদ্যালয় ও ধর্ম্মমন্দির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া প্রজাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির উপায় করিতে লাগিলেন, অন্যদিকে তাহাদিগের সাংসারিক অবস্থার উৎকর্ষসাধনেও মনোযোগী হইলেন। দেশে অনেক জমী পতিত ছিল, অলসপ্রকৃতিবশতঃ লোকে তাহা কর্ষণ করিত না। তিনি সেই সকল চাষ আবাদ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এক সময় লোকদিগকে এই নূতন ও শ্রমসাধ্য ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য স্বয়ং হস্তে কোদাল লইয়া কতকগুলি শ্রমজীবীর সহিত মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

রসায়ন, পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিজ্জবিদ্যার চর্চ্চায় তিনি অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন, এবং সকল সময়েই উপার্জ্জিত জ্ঞান দ্বারা ভূমির উন্নতি ও প্রজাদিগের স্থখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। হলণ্ড দেশ হইতে অনেক তন্তুবায় ধর্ম্মোৎপীড়নে নির্ব্বাসিত হয়, তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিয়া আপন রাজ্যে উহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তাহারা আনন্দে তথায় বাস স্থাপন করিয়া ডেন্মার্কের শিল্পোন্নতির সহায়তা করিল।

আনা স্বামীর সহিত নানা দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া যেখানে ফলের উৎকৃষ্ট বীজ পাইতেন সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং স্বদেশের কৃষকদিগের মধ্যে তাহা বিতরণ করিতেন। তিনি স্বামীকে অনুরোধ করিয়া একটী উৎকৃষ্ট আইন জারী করাইয়া ছিলেন।

তাহা এই যে নববিবাহিত প্রত্যেক দম্পতি বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে ২টী ফলকর বৃক্ষ রোপণ ও বর্দ্ধন করিবে। এই উপায়ে দেশ সুন্দর বৃক্ষে পরিপূর্ণ হইল। রাজ্ঞী যেখানে সুবিধা পাইতেন, সেইখানে বিদ্যালয়, ঔষধালয় ও উদ্যানপ্রতিষ্ঠার ত্রুটি করিতেন না। বাহিরে তাঁহার এত কাজ সত্ত্বেও রাজগৃহের সকল কার্য্যের নিজেই তত্ত্বাবধায়িকা ছিলেন, গৃহস্থালী সম্বন্ধে অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইত না এবং তাঁহার গৃহিণীপনা দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইত।

১৫৮৫ সালের ১লা অক্টোবর এই সদাশয়া রমণীর মৃত্যু হয়। এই বর্ষে দেশে ঘোর মারীভয় উপস্থিত হয়, তাহাতে আনা দরিদ্র লোকদিগের গৃহে গৃহে গিয়া চিকিৎসা ও পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। ইহাতে স্বয়ং রোগাক্রান্ত হইয়া পরোপকার ব্রতে প্রাণ উৎসর্গ করেন। স্যাকৃসনির নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অদ্যাপি তাঁহাকে বিস্মৃত হয় নাই এবং তাঁহার নাম করিতে হইলে "মা আনা" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে।

নব্যাগৃহিণী। *

(নব্যাগৃহিণীদিগের নূতন অভাব ও তন্মোচনের উপায়)

নব্যা গৃহিণীদিগের "মার্জ্জিত বুদ্ধি" "পরিষ্কৃত রুচি" এবং "শিক্ষিতা" উপাধি সত্ত্বেও উত্তমা গৃহিণী বা আদর্শ গৃহিণী হইবার অনেক ত্রুটী দেখা যায়। যে কয়েকটী বিষয়ের অভাবে তাঁহাদের এ অসম্পূর্ণতা দূর হইতেছে না, আমরা তাহাই বিবৃত করিব।

সাধারণতঃ নব্যা গৃহিণীদের সহিষ্ণুতা, উদারতা, শ্রমপারগতা, ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা এই কয়টী উপকরণের অভাব রহিয়াছে। এই জন্যেই বঙ্গগৃহে উপযুক্ত সন্তোষ লাভ হইবার আশা নাই। আমরা এই কয়টী রোগের ও তৎপ্রতীকারক ঔষধের বিষয় লিখিতেছি, ইচ্ছা হইলে ও একটু যত্ন করিলে দেশীয় ভগিনীরা আপনারা আপনাদের চিকিৎসা করিয়া রোগ হইতে মুক্তি পাইতে পারেন। †

---

* শ্রীমতী মানকুমারী বসুর লিখিত। পারিতোষিক রচনা সকলের মধ্যে এ বিষয়ে এইটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে পারিতোষিকযোগ্য হইয়াছে। বা, বো, স।

† নব্যা গৃহিণী দিগের যে অভাবের কথা লেখা হইল, অবশ্য সকলের চরিত্রে এ অভাব লক্ষিত হইবে না। যাঁহাদের এ সকল অভাব, তাঁহারাও আমার উপর বিরক্ত হইবেন না,

সহিষ্ণুতা—আগেকার সেই "অশিক্ষিতা" "নিরক্ষরা" গৃহিণীরা সহিষ্ণুতার বলেই গৃহদেবীস্বরূপা ছিলেন। তখন হিন্দুজাতি দূরসম্পর্কীয় ব্যক্তিদের সহিতও একান্নভুক্ত থাকিতে পারিতেন। এই জন্যেই হিন্দুনারী মুখের গ্রাস অতিথিকে দিয়া সন্তুষ্টমনে উপবাস করিতেন। রোগ শোক অনাহার অনিদ্রা প্রভৃতি কোন কষ্টেই হিন্দু রমণী অধৈর্য্যতা প্রকাশ করেন নাই! এই সহিষ্ণুতার জন্যেই তো পৃথিবীর ধৈর্য্যের সহিত আর্য্য কবি রমণী-ধৈর্য্যের উপমা দিয়াছেন। আবার বলি, শুদ্ধ যে দৈহিক কষ্ট লইতে পুরাতন গৃহিণীরা সহিষ্ণু, এমন যেন কেহ না ভাবেন। তাঁহারা বহু পরিবার মধ্যে বাস করিয়াও অনেক সময়ে সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। নিজে গৃহ-স্বামিনী হইয়া কত সামান্য ব্যক্তির উপদ্রব সহিয়াছেন এ বিষয়ের অনেক প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। আহা! এমন রত্ন বঙ্গবামার হাত ছাড়া হইয়াছে, তাঁহাদের অমূল্য সম্পত্তি বিদেশে গিয়া পড়িয়াছে! আজ সহিষ্ণুতার আদর্শ খুঁজিতে হইলে দেশান্তর যাইতে হয়, ইহা কি সামান্য লজ্জা ও দুঃখের কথা?

উদারতা—দেশের শিক্ষিত উন্নত জ্ঞানাভিমানী অনেক পুরুষের স্বার্থপরতা প্রবল। তাঁহাদের নিকট হইতে (কি কিসে জানি না) এই বৃত্তি সংক্রামক রোগের মত রমণী-হৃদয়ও আক্রমণ করিতেছে। নব্য মহিলার হৃদয়ে আর এত টুকু স্থান নাই যে স্বামী পুত্র প্রভৃতি কয়টী লোক ব্যতীত অন্য কাহাকেও একটু স্নেহ কি সহানুভূতি দিতে পারেন। এই জন্তেই "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই"—স্বামী পুত্র ব্যতীত গৃহিণীদিগের সবই পর হইয়াছে। শুধু ইহাই নয়, কেবল আত্মত্যাগ অভাবে কত গৃহ উৎসন্ন যাইতেছে, কত আত্মহত্যা ঘটনা হইতেছে, দেখিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়! এই সঙ্কীর্ণতা রূপ ম্যালেরিয়া ত্বরায় দেশ হইতে অপনীত না হইলে দেশের যে কি পরিণাম হইবে তাহা বলিতে পারি না।

নব্যাগৃহিণীগণের তৃতীয় অভাব শ্রমপারগতা—এখনকার লক্ষ্মীদের আগুণের কাছে গেলে মাথা ঘোরে, রৌদ্র লাগিলে গরম হয়, ভোরে উঠিলে সর্দ্দি লাগে এবং সকালে আহার না হইলে ডাক্তার ডাকিতে হয়। সেকালে—সত্য দ্বাপরের কথা বলিতেছি না—ননীর দিদিমা, সুরেশের ঠাকুর মা প্রভৃতির সময়ে এত রোগ ছিল না; তাঁহারা ধনীর পরিবার হইলেও সংসারের কার্য্য নিজ হস্তে নির্ব্বাহ করিতেন। এখনও দেখিতে পাই শাশুড়ী বৌয়ে কত

কারণ বিদেশীয় প্লাবনে দেশের যে সকল রত্ন ভাসিয়া গিয়াছে, তাহা পুনঃ সংগ্রহ আর দেশীয় দূষিত বায়ুর পরিবর্ত্তে বিদেশীয় স্বাস্থ্যকর বাতাস গ্রহণই আমাদের অভিপ্রেত। সমাজের পরিবর্ত্তন সময়ে প্রকৃতি পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। বাঃ বোঃ।

পার্থক্য! এখনও ৬০।৭০ বর্ষ বয়স্কা শাশুড়ী প্রাতঃ স্নান করিয়া অনায়াসে ২০।২৫ জনের আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন, অতিথি সেবার অনুরোধে তৃতীয় প্রহর বেলা পর্য্যন্তও "বাসি মুখে জল" দেন নাই। আর বৌমাকে হয়ত দশ জনের ভাত রাঁধিতে গিয়া তিন বার মিছিরি ভিজা খাইতে হয়; শিশুর অনুরোধে ধাত্রী, গৃহকর্ম্মের অনুরোধে চাকরাণী তো আছেই, এবার কিন্তু যেমন করিয়াই হউক একটা রাঁধুনি রাখিতেই হইবে, নয়ত ও রোগা বৌ দুই দিন পরেই মারা যাইবে!

এ দেশে যখন এত সৌখীনতার—এত অলসতার ছড়াছড়ি, যখন মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহিণীগণ পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া লজ্জা রাখিবার স্থান পান না, তখন এ দেশের লোক তো "নির্ধন" ও "নিরন্ন" হইবেই হইবে!

ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা—যখন ভ্রমর ও গোবিন্দলালের মনোবিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়, সেইখানে বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন—"যদি গোবিন্দলালের মাতা পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে এ মেঘ এক ফুৎকারে উড়াইতে পারিতেন"। আবার সুশীলার উপাখ্যানে বর্ণিত আছে সুশীলা একদিন পোড়া দিয়াশেলাই হারান'তে বিমাতা বলিয়াছেন "সুশীলা, আজ তুমি বিস্তর অপচয় করিলে"। আমাদের স্থির বিশ্বাস পাকা গৃহিণীর কার্য্যই এইরূপ। ক্ষুদ্র ঘটনার ফলাফল গণনা, ক্ষুদ্র বস্তুর সদ্ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র আয় ব্যয়ের হিসাব করিতে তিনি বিরত হন না। আজি কালি নব্যা গৃহিণীরা ক্ষুদ্র বিষয়ে উপেক্ষা করেন ইহা বড় দুঃখের বিষয়। গৃহিণী যতদিন ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ না করিবেন, ততদিন তিনি গৃহকর্ম্মের নিশ্চয়ই সুবিধা করিতে পারিবেন না।

গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা—যেরূপ রাজ্যের অবলম্বন মাতা, সেইরূপ গৃহের অবলম্বন গৃহিণী। গৃহধর্ম্ম উত্তমরূপে সংরক্ষণ না হইলে গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালন হয় না। গৃহিণীর প্রতিকার্য্য ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুমোদিত না হইলে কর্ত্তব্য পালন হয় না। গৃহিণী সুবিবেচনা পূর্ব্বক সুশৃঙ্খলরূপে দৈনিক কার্য্য না করিলে কর্ত্তব্য পালন হয় না। যে গৃহে গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালন না হয়, সে গৃহে বিবাদ, অনুতাপ, রোগ, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি যে নিয়ত অধিষ্ঠিত থাকিবে—এরূপ গৃহ ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ যে বনবাসী হওয়া সুখকর মনে করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? ফলতঃ গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা পালন না হইলে গৃহাশ্রম কেবলই কষ্টদায়ক মাত্র, এই মনে করিয়া প্রতি নব্যা গৃহিণী নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন।

আমরা গৃহিণীদিগের অভাব বিবৃত করিলাম, এখন সেই অভাব মোচনের বিষয় লিখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১ম। নব্যা গৃহিণীদিগের প্রথম অভাব সহিষ্ণুতা। সহিষ্ণুতা যাঁহার অভ্যাস

হইয়াছে, তাহার নিকট রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি সকল কষ্টই পরাভূত হয়। একদিনেই কেহ পৃথিবীর মত সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে পারেন না। অন্যান্য মানসিক গুণের মত সহিষ্ণুতাও অভ্যাস করিতে হয়। সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিলে আত্মসংযমও আয়ত্ত হইবে, তাই বলিতেছি, ভগিনী! তুমি সহিষ্ণুতা গ্রহণ কর, এই ঐশিক অভেদ্য বর্ম্মে তোমার হৃদয় আচ্ছাদিত হউক, তাহা হইলে জগতের কোনও অস্ত্র তাহা ভেদ করিতে পারিবে না।

২য়। উদারতার কথা বলিতেছি, ভাল বাসার সীমা বৃদ্ধি কর, উদারতা নিজেই আসিবে। কেবল কয়টী "আপনার জনের" জন্যে তোমার জীবন নয়, প্রত্যেক নিকটস্থ ব্যক্তি হইতে সমগ্র মানবজাতি ও সমস্ত জগৎকে ভালবাসিতে চেষ্টা কর। হৃদয়কে যত বড় করিবে, ততই বাড়িবে। আপনার জনের দুঃখ দূর করিতে ত অনায়াসে প্রাণটা ছুড়িয়া ফেলিতে পার, পরের সুখের জন্য কেন হৃদয়টী উৎসর্গ কর না? তোমার চক্ষে অশ্রু দেখিলে অশ্রুর মূল্য মনে হয় না, কেন না অধিকাংশ সময়েই সে অশ্রু ক্রোধের অশ্রু, সে অশ্রু অভিমানের অশ্রু, সে অশ্রু হিংসার অশ্রু; যদি পরের দুঃখের অশ্রুধারা চক্ষে বহাইতে পার, তবেই তোমার অশ্রু মুক্তা হইতেও বহু মূল্য, তবেই "অশ্রুপরতা" তোমার স্বাভাবিক সম্পত্তি। তোমার স্নেহাস্পদ আত্মীয় কুপথগামী হইয়াছেন বলিয়া আত্মহত্যা করিবে কেন, প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে সৎপথে ফিরাইয়া আনিবে। মরিতে হয় ত বুঁদীর অধীশ্বরীর মত, ঝান্সীর দেবীর মত কাজ করিতে করিতে মরিবে; আর যদি রাগ করিতে হয়, তবে ঝি বা চাকরের প্রতি অথবা প্রতিবেশীর প্রতি কেন রাগ করিবে, মনের পাপগুলার উপর রাগ কর, তাহাদের জন্য একটুকু স্থানও রাখিও না। হৃদয়ের সীমা বৃদ্ধি কর, উদারতার অভাব দূর হইয়া বিমল জ্যোৎস্না ফুটিবে।

৩য়। শ্রমপারগতার এক আপত্তি শুনিতে পাই, "এখনকার রমণীগণ বিদ্যাভ্যাস করেন বলিয়া বাল্যকালে শ্রমাভ্যাস করিতে পারেন না, সেই জন্যই পরিশ্রম করিতে অপটু"। এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মনে করা উচিত, খনা বিদ্যোত্তমা প্রভৃতি (অসাধারণ বিদ্যাবতী) দেশীয় মহিলাগণ গৃহকর্ম্ম করিতে নিপুণা ছিলেন। বিদেশীয় রমণীর মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত যথেষ্ট, সারলট ব্রন্টি, আরমিনী প্রভৃতি অধিকাংশ সময় গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়াও "সুকবি, সুলেখিকা" আখ্যা পাইয়াছেন। এখন কথা এই যে, নব্য মহিলারা শ্রম করিতে লজ্জিতা না হন, এবং বালিকাদিগকে শ্রম অভ্যাস করাইতে যেন ত্রুটি না করেন। বিলাসিতা বিদেশীয় বস্তু, ইহার বাহ্যিক চাকচিক্যে ভুলিয়া যে দেশের সারবান জিনিসে অনাদর

করে, সেই প্রকৃতরূপে "নির্ব্বোধ" উপাধির উপযুক্ত। ভরসা করি, দেশীয় গৃহিণীগণ এরূপ নির্ব্বোধতা দেখাইবেন না।

৪র্থ। সামান্ত বলিয়া কিছুই উপেক্ষা করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য নহে। বীজ হইতে যে মহা মহীরূহের উৎপত্তি, ইহা তিনি সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন। একজনের ক্ষুদ্র অসন্তোষ (বর্দ্ধিত হইয়া) কালক্রমে গৃহ বিচ্ছেদের কারণ হইতে পারে, একটী ক্ষুদ্র অগ্নিকণায় হয় ত একটী গ্রাম দগ্ধ হইতে পারে, একটী ক্ষুদ্র সূচের অভাবে হয় ত একদিনের কাজ বন্ধ থাকিতে পারে, এমন কত বলিব যে সকল গৃহিণী ক্ষুদ্র বিষয়ে অনভিজ্ঞা, তাঁহারা প্রতিদিনই নির্ব্বোধতার প্রতিফল পাইতেছেন; প্রতি ক্ষুদ্র বস্তু ও ক্ষুদ্র ঘটনায় গৃহিণী মনোযোগ করিলে এ দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে এবং গৃহস্থেরও সুবিধা হইতে পারে।

৫ম। গৃহিণীর কর্ত্তব্যতা—গৃহিণী সর্ব্বাগ্রে নিজের উপযুক্ত গুণগুলি গ্রহণ করিবেন। নির্ব্বোধ, বিজ্ঞতাহীনা, মুখরা, পক্ষপাতিনী ও আত্মসংযমবিমুখী রমণী কখনও গৃহিণী পদের উপযুক্তা নহেন। গৃহিণীকে বুদ্ধিমতী, শান্তস্বভাবা, পক্ষপাতহীনা ও আত্মসংযমে সক্ষমা হইতে হইবে। গৃহিণীকে অনেক সময়ে ত্যাগস্বীকার, পরসেবা ও ক্ষমা বিতরণ করিতে হইবে। গৃহের অন্যান্ত লোকের নিকট যাহাতে তিনি সম্ভ্রম পাইতে পারেন, এরূপ গাম্ভীর্য্য—এরূপ বিজ্ঞতা রক্ষা করিবেন। তিনি প্রত্যেক গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইবেন। তিনি গৃহের সকল বিশৃঙ্খলা দূর করিয়া সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবেন। গৃহের অপর রমণী, (দাস দাসী থাকিলে তাহারাও) যাহাতে গৃহকর্ম্মে সুনিপুণ হয়, এরূপ সুশিক্ষা দিবেন। যাহাতে তাহারা আলস্য বা অবহেলা বশতঃ কর্ত্তব্য কর্ম্মে ত্রুটি না করে, গৃহিণীকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে অথচ কেহ তাঁহাকে যেন সন্দিগ্ধচিত্তা বলিয়া সন্দেহ না করে তাহাতে সাবধান হইবেন। যাহাতে আয় হইতে ব্যয় অল্প হয়, গৃহস্থকে দরিদ্র বা ঋণী হইতে না হয়, গৃহিণী বিশেষ মতে তাহার চেষ্টা করিবেন। তাই বলিয়া গৃহিণীকে কৃপণা হইতে পরামর্শ দিতেছি না, মিতব্যয় করিলেই এরূপ সুবিধা হইবে।

গৃহিণীকে লেখা-পড়া, আবশ্যক ব্যবহার্য্য সেলাই, ধাত্রী বিদ্যা, শিশু পালন, গৃহচিকিৎসা, আহার্য্য দ্রব্যের গুণাগুণ এবং দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব জানা কর্ত্তব্য। এই কয়টী বিষয় গৃহাশ্রমে বিশেষ আবশ্যক।

গৃহ যাহাতে ধর্ম্মালোকহীন শ্মশান না হয়, তদ্বিষয়ে গৃহিণী দৃষ্টি রাখিবেন। গৃহের প্রতিজনের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিষয়ে তিনি যত্নবতী হইবেন। সকলের পক্ষেই তিনি প্রিয়ভাষিণী, প্রফুল্লমুখী ও স্নেহ-

ময়ী দেবীরূপা হইবেন। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, আপনাকে গৃহের—গৃহাশ্রমের নেত্রী জানিয়া গৃহিণী নিজ কর্ত্তব্য পালন করিবেন, তাহা হইলেই বঙ্গ গৃহের নূতন অভাব সকল মোচন হইবেক।

প্রাচীন মন্দির ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

(প্রথম প্রস্তাব)

অনন্ত রত্নপ্রসবিত্রী ভারত ভূমির কোথায় কি কি রত্ন আছে, তাহার সংখ্যা করা সহজসাধ্য নহে। যাবজ্জীবন একজন পরিব্রাজক ভারতের কীর্ত্তি-কলাপ বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেও তাহা সম্পূর্ণ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন না। ভারতভূমি বাস্তবিক প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা ক্ষেত্র, ইহা সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রস্থল বলিলেও বলা যায়। সমগ্র ভারত ভূমিকে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত কামধেনুর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ভক্তাধিক ভক্ত, অতুল প্রেমিক সাধক, স্থিতধী ভাবুক, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যশালী বৈজ্ঞানিক, প্রকৃতির বরপুত্র স্বরূপ কাব্যকার, আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণকারী যোগী, শিল্পকর, কিম্বা চিন্তাশীল ঐতিহাসিক, ইহাদের যে কেহ ভারত ভূমিকে আপনাদের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত করিতে পারেন। অদ্যকার এই প্রস্তাবে অসীম কারুকার্য্যখচিত, প্রাচীনতম পবিত্র হইতেও পবিত্রতর এবং অশেষ সৌন্দর্য্যের আস্পদ স্বরূপ যে অত্যুচ্চ ও অদ্ভুত হিন্দু দেব মন্দিরের বিবৃতি প্রদত্ত হইতেছে, তাহা বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠক পাঠিকারা আমাদের বাক্যের তাৎপর্য্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

কলিকাতার সন্নিহিত হাবড়া রেল-ওয়ের প্লাটফরম হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লৌহ বর্ত্ম দিয়া কর্ডলাইন যোগে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে হইলে পথিমধ্যে সীতারামপুর নামে একটী রেলওয়ে ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া যায়, এই ষ্টেশন হইতে শাখা লাইন দিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল মধ্যে বরাকর নামক একটী স্থানে উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই স্থানটী জেলা বর্দ্ধমানান্তর্গত। ইহার একদিকে সুপ্রসিদ্ধ বরাকর নদ নির্ম্মল সলিল তরঙ্গ বক্ষে লইয়া অতি প্রশান্ত ভাবে পঞ্চকোট অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, ইহার উপরে লৌহ বিনির্ম্মিত এক সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত সেতু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই ভারত বিখ্যাত “বরাকর ব্রিজ”। এই নদের উত্তর পার্শ্ব

বৰ্দ্ধমান জেলার শেষ সীমা এবং দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে মানভূম জেলার আরম্ভ। বরাকর গ্রামের আর তিন দিকে সুপ্রসিদ্ধ গ্রাণ্ড ট্রঙ্ক রোড্, রেলওয়ে ষ্টেশন এবং বেগুনিয়া পল্লী। এই স্থানটী কয়লা, প্রস্তর, খড়িমৃত্তিকা এবং লৌহের অনন্ত আকর বলিলেও বলা যায়। কাশিমবাজারের সুপ্রসিদ্ধা মহারাণী-স্বর্ণময়ী বরাকরের অধিস্বামিনী। লৌহ সেতুর উপরে দণ্ডায়মান হইয়া সায়াহ্ণ-কালীন প্রকৃতিকে দর্শন করিলে মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়, প্রকৃতির প্রেমে মন আকুল হয়। শ্যাম বর্ণের তৃণ ও পাদপাদিতে পরিপূর্ণ অসংখ্য গিরি শ্রেণী, নিবিড় জঙ্গল, নানাজাতীয় বিমানবিহারী বিচিত্র বিহঙ্গ বর্গ, চতুর্দ্দিকস্থ কয়লা খাদের লৌহকল সংযুক্ত “বয়েলার” সমুত্থিত প্রভূত ধূমরাশি, পদতলে বরাকর নদের অমল জল তরঙ্গ, সম্মুখে সায়াহ্ণ সমীরণের সুখদ হিল্লোল এবং উর্দ্ধে অনন্ত নীল গগনের ক্রোড়ে ক্ষীণাভ সূর্য্যরশ্মি ও বিবিধ বিচিত্র বর্ণের মেঘরাশি অবলোকন করিয়া গৃহ সংসার ভুলিয়া যাইতে হয়। এই সেতুর প্রায় ষষ্টি হস্ত অন্তরে বরাকর নদতটে চারিটি প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির মস্তকোত্তোলন করিয়া এখনও হিন্দু জাতির শিল্প চাতুর্য্যের প্রাচীন গৌরবকে অক্ষুণ্ণ ভাবে রক্ষা করিতেছে। এই স্থানটি বাস্তবিকই দেখিবার যোগ্য, এখানকার জল ও বায়ু নিতান্ত স্বাস্থ্যপ্রদ এবং আহার্য্য দ্রব্যাদি অসুলভ নহে। কয়লার নিরন্তর আমদানী ও রপ্তানী বশতঃ স্থানটি যদি অতিরিক্ত ধূলিময় ও কৃষ্ণকায় না হইত, তাহা হইলে সৌখীন ভদ্র লোকদিগের পক্ষে বরাকর এক অপূর্ব্ব স্থান বলিয়া পরিচিত হইত।

সীতারামপুর হইতে বরাকর গ্রাম পদব্রজে গমনের পক্ষে অতি দুর্গম স্থান ছিল, এখন লৌহবর্ত্ম হওয়ায় পথিক বৃন্দের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। দুই একটি অনতি উচ্চ পাহাড় ভেদ করিয়া লৌহবর্ত্ম চলিয়াছে। নদের একদিকে বরাকর এবং অপর দিকে প্রসিদ্ধ চিরকুণ্ডা গ্রাম, মধ্যে লৌহসেতু; এই সেতুর দুই পার্শ্বেই পুলীশ আউট্ পোষ্ট—একটি বৰ্দ্ধমান এবং আর একটি মানভূম জেলার অন্তর্গত। মানভূমের অপর নাম পুরুলীয়া। আমরা কয়েক দিন বরাকরের ডাক্তার মহাশয়ের আতিথ্য স্বীকার করিয়া চিরকুণ্ডা গ্রামের ভূস্বামী মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলাম। এখান হইতে প্রায় ৯ ক্রোশে অন্তরে বরাকর নদ দামোদরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। চিরকুণ্ডা গ্রামের পার্শ্বস্থ প্রশস্ত ময়দানে দণ্ডায়মান হইলে চারিটি অত্যুচ্চ শৈল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের নাম পঞ্চকোট, পরেশনাথ, বেহারীনাথ এবং কল্যাণেশ্বরী। পঞ্চকোট পর্ব্বত কাশীপুরের রাজার রাজ্যভুক্ত, বঙ্গদেশে পরেশনাথ ব্যতীত আর কোন পর্ব্বত এরূপ উচ্চ এবং

সৌন্দর্য্যময় নহে। এক সময়ে পঞ্চকোট শৈলে কাশীপুরের রাজার সুদৃঢ় পাষাণ দুর্গ এবং দেশীয় (জঙ্গলী) সৈন্য ছিল। বৃটীষের বিক্রমে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল, শিখরোপরি পুষ্করিণী, মহাদেবের মন্দির, একটী গোমুখী প্রস্রবণ এবং দুর্গের প্রাচীর। প্রতি বৎসর রামনবমীর সময় (চৈত্র মাসে) এখানে বৃহতী মেলার অধিবেশন হয়। চিরকুণ্ডা হইতে এই পর্ব্বত প্রায় ৫ ক্রোশ; অদূরে তাঁতলুন্ গ্রাম—এখানে কয়েকটী উষ্ণ প্রস্রবণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারই নিকটে সুপ্রসিদ্ধ মহারাণী শ্রীমতী হিদিন্ কুমারীর পাণ্ড্রা রাজ্য। কেহ কেহ বলেন, পঞ্চকোট পর্ব্বতস্থ পুকুরে সময়ে সময়ে নীল পদ্ম পাওয়া যায়, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমি তাহা প্রাপ্ত হই নাই। বহুল উৎকৃষ্ট শতদল সহস্রদল পদ্ম জন্মিতে দেখিয়াছি। এই গিরিবর অসংখ্য সর্প ও ব্যাঘ্রের নিবাস স্থল। মাঘমাসে জঙ্গলে অগ্নি লাগাইলে সর্প ও শার্দ্দূলগণ নিকটস্থ গ্রামের প্রান্তরে আশ্রয় লইয়া থাকে। কল্যাণেশ্বরী পর্ব্বতের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে; বেহারীনাথ গিরির নিকটে আমি যাই নাই। পরেশনাথ গিরি জৈনদিগের অন্যতম প্রধান তীর্থ, শীত ঋতুতে বহুসংখ্যক জৈন এস্থানে আগমন করিয়া থাকেন। মধুপুর ষ্টেশন হইতে শাখা লাইন দিয়া গিরিডি গ্রামে উত্তীর্ণ হইলে গো শকট সহযোগে প্রায় ১৫ ঘণ্টা এবং নরযানে ৭।৮ ঘণ্টা পরে এই পর্ব্বতে পৌঁছিতে পারা যায়। ইহা ছোটনাগপুরের অন্তর্গত; পাদ দেশে প্রসিদ্ধ গ্রাণ্ড ট্রংক্ রোড লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া পেশোয়ার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং আর এক দিকে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের চা ক্ষেত্র। এখানকার চা অতিশয় প্রসিদ্ধ ও মূল্যবান। এই পাহাড়ের সর্ব্বত্র নিবিড় অরণ্য এবং শার্দ্দূলের ভয়াল নিবাস। জৈন মন্দির পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, দেখিতে অতি মনোরম। পাদ দেশে জৈন সর্দ্দারেরা অতিথি অভ্যাগতের জন্য সুন্দর সুন্দর আশ্রম প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, এই আশ্রম গুলির বন্দোবস্ত নিতান্ত প্রশংসার্হ। *

আমরা ২০এ অক্টোবর তারিখে (শনিবার) প্রাতঃকালে বরাকর হইতে (লাদ্না ও রামনগর গ্রামে অতিক্রম করিয়া) কল্যাণেশ্বরী পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম। বরাকর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে স্থানটি তিন মাইলের অধিক দূরবর্ত্তী নহে। পথিমধ্যে আমরা অসংখ্য প্রস্তর ও কয়লার খনি এবং তাহাদের কল দেখিলাম। শ্বেত, পীত,

* বা,বো, ২৬৩ সংখ্যা ২৩৭ পৃষ্ঠা পরেশনাথ দর্শন প্রস্তাব দেখ।

নীল, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের কৌতুকময় মৃত্তিকা সমূহ নয়ন পথে পতিত হইল। সমুদয় স্থানটি কাশিম-বাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী, সিয়াড়-শোলের রাজা শ্রীযুক্ত রামেশ্বর মালিয়া এবং কাশীপুরাধিপতির জমিদারীভুক্ত। কল্যাণেশ্বরী, হিন্দুর একটি (মহা) সিদ্ধ পীঠ স্থান, ইহা দেখিবার উপযুক্ত বটে। পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ প্রসিদ্ধ কল্যাণেশ্বরী মন্দির এক অদ্ভুত পদার্থ। বরাকরের সিদ্ধেশ্বর মন্দির এবং রামপুর হাটের নিকট তারাপীঠের মন্দির ব্যতীত সমগ্র বঙ্গে এরূপ উৎকৃষ্ট মন্দির আর নাই। একদিকে বরাকর নদ, একদিকে পর্ব্বত, একদিকে নিবিড় অরণ্য এবং আর একদিকে শৈলসম উচ্চ প্রস্তর ভূমি—এই চতুঃসীমার অভ্যন্তরে (বরাকর নদতটে) মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের পাদদেশে একটী নির্ম্মলসলিলা ক্ষুদ্রা স্রোতস্বতী কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছে, তাহার স্থানে স্থানে এক সময়ে "দহ" ছিল। এই মন্দিরের নিকটে উপস্থিত হইলে ভয়, ভক্তি ও বিস্ময়ের উদয় হয়; যতক্ষণ তথায় থাকিয়াছিলাম,ততক্ষণ বহির্জগৎ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই স্থানটী সাধন ও সাধকের সম্পূর্ণ উপযুক্ত—সমগ্র স্থানটী সম্পূর্ণ নিভৃত ও উপদ্রবশূন্য। পর্ব্বতগুলি সংখ্যায় ৯টী; লতা, পাতা, ফল, ফুল ও মূলে পরিপূর্ণ। স্রোতস্বতীর চারি পার্শ্বেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর রাশি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন উদ্ধতপ্রকৃতির ইংরাজ হিন্দুমন্দিরের পবিত্রতাকে তুচ্ছ করিয়া সবুট পদে এই প্রস্তরসমূহ উঠাইয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল। বড় বড় পাথরের মধ্যস্থলে সাবল দিয়া গর্ত্ত করতঃ তাহার অভ্যন্তরে আগুন দিয়া পাথর ফাটাইত; কি জন্য জানিনা ইংরাজের চেষ্টা বিফল হয়, এবং শ্বেতপুরুষ ঐ স্থানেই পঞ্চত্ব লাভ করেন। অনেক প্রস্তরের গাত্রে এখনও বড় বড় গর্ত্ত রহিয়াছে এবং একখানি পাহাড়ের মধ্যে প্রোথিত সাবলের অগ্রভাগ আজিও দৃষ্ট হয়, ঐ সাবলকে আর কেহই উঠাইতে পারে নাই। কল্যাণেশ্বরী দেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে আরও চারি পাঁচটী মন্দির আছে। প্রতিদিন এস্থানে পশু বলি হইয়া থাকে; শুনিয়াছি, একসময়ে নরবলিও হইত। প্রতিদিন শত শত লোক মন্দিরে পূজা দিতে আইসে এবং সকলেই দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি প্রদর্শন করে। দ্বিতীয় সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতাল মাঝিরা এই দেবীর সম্মুখে নরবলি দিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। স্রোতস্বতীর পার্শ্বে দেবীর স্নানাগার। অন্যান্য মন্দিরে মহাদেব মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, সকল মন্দিরের গাত্রে কারুকার্য্য ও দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র স্থানটী প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, গেটের উপরে বিবিধ মূর্ত্তি এবং প্রথম দ্বারেই

পণ্ডবলির প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত হাড়-কাঠি। তদনন্তর দ্বিতীয় গেটে প্রবেশ করিলে একটী সুন্দর বিল্ব ও নিম্ববৃক্ষ পরিদৃষ্ট হয়। এখানে একজন বৃদ্ধ ব্রহ্মচারী থাকেন, তাঁহার যত্নে মন্দিরের পার্শ্বে একটী রন্ধনশালা ও অতিথি-আগার প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার কিঞ্চিৎ অন্তরে সংস্কৃতভাষায় একটী শ্লোক আছে, তাহার সমুদয় অংশ পাড়িয়া উঠিতে পারি নাই। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির যে অতীব প্রাচীন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই; ইহার গাঁথুনী ও শিল্প কার্য্য আজিকালিকার নহে। মুসলমান শাসনের প্রথমাবস্থায় বোধ হয় ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কল্যাণেশ্বরীর মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত অতীব উচ্চ এবং ইহার গাত্রদেশ পুরাতন ধরণের মনোহর চিত্রাদিতে পরিপূর্ণ। এরূপ গাঁথুনীর মন্দির আমি আর কোথাও দেখি নাই। পাথরের গাঁথুনী এত শক্ত যে, বন্দুকের গুলিতে তাহা কাটান যায় না। এই মন্দিরের সম্মুখে আসিলে নাস্তিক আস্তিক হয়, অবিশ্বাসীর হৃদয় ভয় ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়। বাস্তবিক এইরূপ স্থানই সাধন ও সাধকের উপযুক্ত। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে এড়াইয়া আসিয়া কিছু কাল শান্তিসুখ লাভ করিতে হইলে এইরূপ স্থানেই আসা উচিত। সে দিন একজন সহৃদয় ইংরাজ বলিলেন, "হিন্দুরা কিরূপ সাধক, এই মন্দির তাহার সুন্দর নিদর্শন এবং এই সুন্দর স্থান তাহার পরিচায়ক।" কাশীপুরের মহারাজা এই মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক।

(ক্রমশঃ)

গৃহিণীপনা।

(প্রথম পত্র)

প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, এ দেশের কোন গৃহস্থ কতকগুলি পরিবার লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার চারিটী পুত্র; তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্রটীর বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর, প্রকাশ পাইল যে, তাহার নূতন নূতন পুস্তক পাঠ করার বাতিক বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুত্রের পাঠলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য নূতন নূতন পুস্তক সংগ্রহ করা পিতার পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠিল। পিতা উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের জন্য পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া এমন একখানি অসাধারণ বৃহত্তম গ্রন্থ